

তৃণমূলের দুই শিক্ষক সেলে বড় রদবদল, নতুন দায়িত্বে প্রীতম ও মইদুল বিজেপির ‘ রাজনীতি’ রুখতে বার্তা দলের

কলকাতা। ৯ নভে শ্বরঃতৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন পুনর্গঠনের ধারায় এবার বড়সড় রদবদল হল শিক্ষা সংগঠনোে। দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষক সেলের নতুন কমিটির নাম শনিবার ঘোষণা করল তৃণমূল। নতুন কমিটিতে দায়িত্ব পেলেন একবার্ক নতুন মুখ। একইসঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে দুই সেরেরই রাজ্য সভাপতি, সহসভাপতি, সম্পাদক এবং ৩৫টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতিদের তালিকা। তৃণমূলের মাধ্যমিক শিক্ষক সেলের নতুন রাজ্য সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেলেন প্রীতমকুমার হালদার। আগে ওই পদে ছিলেন বিজন সরকার। কার্যত দীর্ঘদিনের নেতৃত্বে পরিবর্তন এনে প্রীতমকে সামনে আনার মধ্য দিয়ে শিক্ষক মহলে নতুন বার্তা দিল তৃণমূল। দলের দাবি, নতুন নেতৃত্বের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষক সেলের কাজে নতুন গতি যোগ হবে। এই সেলের রাজ্য কমিটিতে এদিন ঘোষণা করা হয়েছে আরও চারজন সহসভাপতি এবং ঘোষণাজন সম্পাদকের নাম। পাশাপাশি ৩৫টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতির তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষক সেলেও বা রদবদল আনা হল। নতুন রাজ্য সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেলেন মইদুল ইসলাম মোল্লা। এ পর্যন্ত এই সেলের নেতৃত্ব সমালোঙ্ছিনে পলাশ সাধুখাঁ। নেতৃত্ব আনতে চাইলে তৃণমূল। প্রাথমিক শিক্ষক সেলের ক্ষেত্রেও এদিন জানানো হয়েছে, রাজ্য কমিটির ছয়জন সহসভাপতি এবং বিজন সম্পাদকের নাম। পাশাপাশি সংগঠনের ৩৫টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতির তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। দলের তরফে জানানো হয়েছে, নতুন কমিটিকে দ্রুত কাজে নেমে পাতে হবে। বিশেষ করে এসআইআর ইসুতে রাজ্য জুড়ে বিজেপি যে আতঙ্ক তৈরি করার চেষ্টা করছে, তার মোকাবিলায় শিক্ষক সমাজকে সংগঠিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দুই শিক্ষক সেলকেই। তৃণমূলের বক্তব্য, শিক্ষকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছানোই বিজেপির লক্ষ্য। তাই এই মুহূর্তে শিক্ষক সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা জরুরি মনে করছে শাসক দল। তালিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রতিটি জেলা ও ব্লকস্তরে শিক্ষকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়াতে হবে। নতুন নেতৃত্বকে বলা হয়েছে মাঠে নেমে শিক্ষক সমাজের সমস্যা, দাবি এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের বাস্তব প্রয়োগের বিষয়ে নিয়মিত নজর রাখতে। তৃণমূলের আশা, অভিজ্ঞ ও নতুন নেতৃত্বের মিশ্রণে দুই শিক্ষক সেল আরও সক্রিয় হয়ে রাজ্যজুড়ে সংগঠনের ভিত্তিকে পোক্ত করবে। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মতে, শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা সংস্কারের সময়ে শিক্ষক সংগঠনগুলিকে শক্ত হাতে চালানো প্রয়োজন। এই কারণেই নতুন মুখদের দায়িত্ব দিয়ে শিক্ষক সমাজকে সেরা কীভাবে সংগঠনকে শক্তিশালী করে, সেই দিকেই তাকিয়ে শিক্ষক মহল।

বালিচক স্টেশনে অল্পের জন্য বড়সড় বিপর্যয় এড়াল মালগাড়ি



হাওড়াঃদক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের বালিচক স্টেশনে রবিবার সকালে অল্পের জন্য বড়সড় বিপর্যয় এড়ানো হয়। সকাল সাড়ে আটটার সময়ে উড়ন লাইনের পাঁচ নম্বর লূপ লাইনে ঢোকার সময় একটি মালগাড়ি ইট্টিন ও দুই বগি হুটাই প্লটফর্মে থান্না মারে। বিকট শব্দে মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্টেশনজুড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত স্টেশনে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন রেলের আধিকারিকেরা এবং প্লটফর্মের ক্ষতিগ্রস্ত ঢালাই মেরামতির কাজ শুরু হয়। স্টেশন মাস্টার দলশ্রম বেরাণী জানিয়েছেন, ঢাকা লাইনের বাইরে যায়নি, বাক্য করার সময়ই ইট্টিনটি প্লটফর্মে আঘাত করে। মালগাড়ির নির্দিষ্ট লাইনে সমস্যাটি হওয়ায় যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। রেল ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রাজ্যসঙ্গীত নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি নয়, স্পষ্ট করলেন ব্রাত্যঃজিটিএর সঙ্গে সুসম্পর্কেই সমাধান



কলকাতাঃরাজ্যের স্কুলগুলিতে প্রাধ্নার সময় রাজ্য সঙ্গীত হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘ মাটি, বাংলার জল’ গাওয়ার সিদ্ধান্তকে ঘিরে পাহাডের প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা জিটিএর সঙ্গে কোনও ধরনের ভুল বোঝাবুঝি নেই বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। গত কয়েক দিন ধরে পাহা়রে কিছু মহলে দাবি ওঠে যে, জিটিএ-র একাধিক কর্তা নাকি নতুন এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অনিচ্ছুক। বিশেষত সকালের প্রাধ্ণায় রাজ্যসঙ্গীত গাওয়াকে ঘিরে একটি আপত্তির ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল বলে গুজব ছড়াতে থাকে। কিন্তু সেই বিতর্কের জল্পনাকে সরাসরি গুজব বলে উড়িয়ে দেন শিক্ষামন্ত্রী।সুভদ্রা বসু জানান, রাজ্যের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আর অভিন্ন পরিচিতিকে তুলে ধরতেই ‘ মাটি,

বাংলার জল’ গানটি রাজ্যজুড়ে স্কুলে স্কুলে গাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যসঙ্গীত হিসেবে এই গান দীর্ঘদিন ধরেই সম্মানিত এবং স্কুলের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়ম করে তা গাওয়া হলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একধরনের সংস্কৃতি-বোধ আরও দৃঢ় হবে বলেই বিশ্বাস রাজ্যের। তবে এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে পাহাড়ের স্থানীয় প্রশাসনের কোনও অসুবিধা আছে বলে যে দাবি উঠেছিল, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।শিক্ষামন্ত্রী নিজের সামাজিক মাধ্যম এন্ড হ্যান্ডলে লিখে জানান, তিনি ইতিমধ্যেই জিটিএ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বিষয়টি নিয়ে আলোচনা সেরে ফেলেছেন। তাঁর কথায়, আলোচনার পরে স্পষ্ট হয়েছে যে কোনও স্তরে কোনওরকম মতভেদ নেই। বরং জিটিএ-এর পক্ষ থেকে একটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, প্রাধ্ণার

সময় যেহেতু স্থানীয় ঐতিহ্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ, তাই পাহাড়িসংস্কৃতি-চর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই গান গাওয়ার পরিবেশ তৈরি করা যেতে পারে। কিন্তু রাজ্যসঙ্গীত হিসেবে ‘ মাটি, বাংলার জল’ অবশ্যই প্রাধ্ণার অংশ হিসেবে বজায় থাকবে।সুভদ্রজিটিএর তরফেও ইঙ্গিত মেলে যে তাদের মন্তব্যকে ব্যািয়ে দেখে অকারণে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পাহাড়ের নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা আর পরিচয়ের গুরুত্বকে তারা সবসময় সামনে রাখছেন, রাজ্যের মূলধারার সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে সম্মান দিতেও কোনও আপত্তি নেই। তাই সকালের প্রাধ্ণায় অন্য গান বা স্থানীয় কোনও উপাদান যোগ করার প্রস্তাব থাকলেও, রাজ্যসঙ্গীত গাওয়া নিয়ে কোনও বাধা নেই বলে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর সব পক্ষই পরিস্কার এই প্রেক্ষাপটে

শূন্যপদ আরও বাছে একাদশ-দ্বাদশে, ফল প্রকাশিত হলেও নিয়োগের ভবিষ্য হাই কোর্টে ঝুলছে



স্তরেও শূন্যপদ বৃদ্ধি করা হবে। এই নতুন তালিকা বুধবার কিংবা বৃহস্পতিবারের মধ্যে কমিশনের হাতে এলে নথি যাচাইয়ের তালিকা প্রস্তুত করা হবে। কমিশন সূত্রের খবর অনুযায়ী, মোট ৮০ নম্বরের ভিত্তিতে নথি যাচাইয়ের তালিকা তৈরি হতে পারে। পরবর্তী সময়ে সেই তালিকাই আপলোড করা হবে ওয়েবসাইটে। কিন্তু পরীক্ষার্থীদের মধ্যে দৃশ্চিন্তা কমছে না। লিখিত পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতার নম্বর যুক্ত হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য সর্বোচ্চ ১০ নম্বর নির্ধারিত হয়েছে। কেউ পূর্ণ ১০ নম্বর পেতে পারেন, আবার কাগজও ক্ষেত্রে নম্বর কমও হতে পারে। পাশাপাশি রয়েছে কাজের অভিজ্ঞতার জন্য আরও ১০ নম্বর। এই তিন বিভাগ মিলিয়েই তৈরি হবে প্রাধীর মোট নম্বর। তাই লিখিত পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়েও কেউ কেউ পিছিয়ে পায় আশঙ্কা করছেন। ‘ শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের নেতা মেহবুব মণ্ডলের বক্তব্য, এমন লিখিতের নম্বরের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কাজের অভিজ্ঞতা। এই তিনটি

বিভাগ মিলিয়ে যারা সর্বোচ্চ নম্বর পাবেন, তাঁরাই নথি যাচাইয়ের ডাক পাবেন এবং সেখান থেকেই ইন্টারভিউয়ের পর্যায়ে পৌঁছে যাবেন। তাঁর কথায়, এই পদ্ধতিই শেষ পর্যন্ত ফল প্রকাশের সঙ্গেই শুক্রবার মামলার কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া থমকে যেতে পারে, এমন আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তিনি। এদিকে ফল প্রকাশের সঙ্গেই শুক্রবার পরীক্ষার্থী যাতো অন্যায্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সেদিকে তারা বিশেষ নজর রেখেছে। ফলে নম্বর নিয়ে আপাতত তেমন অভিযোগ শোনা যায়নি। তবুও সবকিছুর আল্লাে সবচেয়ে বা প্রশ্ন রয়ে গেছে নিয়োগের বৈধতা। কারণ নিয়োগের ভবিষ্য আপাতত ঝুলে রয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হলেও নিয়োগ প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপগুলি কমিশন এগিয়ে নিতে পারছে না আদালতের

শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করা সকলের দায়িত্ব, আর রাজ্যসঙ্গীত গাওয়া সেই দায়বদ্ধতার অংশ। তাঁর মতে, ছাত্রছাত্রীরা প্রাধ্ণার সময় রাজ্যসঙ্গীত গাইলে বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের যোগ আরও দৃঢ় হবে, যা ভবিষ্যতে বৃহত্তর সামাজিক সংহতিকে সহায়তা করবে। একইসঙ্গে পাহাড়ের মতো বহুসাংস্কৃতিক অঞ্চলে স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতি যত্ন ও সম্মান বজায় রাখাও সমান প্রয়োজন। তাই দুয়ের সমন্বয় তৈরি করারই এখন মূল লক্ষ্য।সুভদ্রাশিক্ষা দপ্তরের একাধিক আধিকারিক জানান, রাজ্যসঙ্গীত গাওয়ার নির্দেশ কোনও সাংস্কৃতিক আধিপত্য নয়, বরং সার্বিক সাংস্কৃতিক একের বার্তা। আর পাহাড়ের স্কুলগুলিতে স্থানীয় ঐতিহ্যের গুরুত্ব যাতে বজায় থাকে, তার জন্যও রাজ্যের নীতি স্পষ্ট। এই দুই স্তরকে সংঘর্ষ নয়, সহযোগিতার জায়গা থেকেই দেখা হোক বলেই শিক্ষামন্ত্রীর বার্তা।মূলত একটি সিদ্ধান্তকে ঘিরে ছড়ানো ভুল খবরই পরিস্থিতিকে যোলা করেছিল। শেষ পর্যন্ত সরাসরি যোগাযোগ ও আলোচনার মাধ্যমেই পরিস্কার হয়ে গেল যে বিষয়টি নিয়ে কোনও মতভেদ নেই, এবং রাজ্যসঙ্গীত গাওয়ার সিদ্ধান্ত বহাল থাকছে আগের মতোই। পাহা়রে শিক্ষাঙ্গনে স্থানীয় ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে, কিন্তু একইসঙ্গে রাজ্যের এক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে ধরে রেখেই নিয়মিত প্রাধ্ণা চলবে।

রাজভবনে বসছে গণবিবাহের আসর, তিন বছর পূর্তিতে ১০০ দুহু যুগলের হাতে অভিভাবকের দায়িত্ব তুলে নেবেন রাজ্যপাল



রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই বারবারই বাংলার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করার চেষ্টা করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। অভিজ্ঞ আমলাতান্ত্রিক জীবন পার করে রাজনীতির পরিমণ্ডলে পা রেখেও জনসংযোগের নয়া পথ খুঁজে বের করা তাঁর অভ্যাসের মঞ্চেই পড়ে। এবার রাজ্যপাল পদে তাঁর তিন বছর পূর্তিতে সেই চেষ্টার আরও একটি অভিনব দৃষ্টান্ত দেখা যেতে চলছে। সূত্রের খবর, চলতি মাসে রাজভবনের প্রাঙ্গণেই বসবে গণবিবাহের আসর। পিছিয়ে পড়া এবং আর্থিকভাবে দুর্বল ১০০টি যুগলের বিয়ে নিজ দায়িত্বে সম্পন্ন করবেন সিভি আনন্দ বোস। আগামী ২৩ নভেম্বর রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার তিন বছর পূর্ণ করবেন তিনি। এই উপলক্ষেই রাজভবনের তরফে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেদিনই বৃহ পরিসরে আয়োজন করা হবে গণবিবাহের অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ থেকে শুরু করে বিয়ের দিন কীভাবে আয়োজন হবে, কোন নিয়মে আবেদন করতে হবে এবং কী কী নথি জমা দিতে হবে-সব তথ্যই রাজভবনের মতে, মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের সেই সব পরিবারকে সাহায্য করা যারা আর্থিক দুর্বলতার কারণে বিয়ের আয়োজন করতে পারেন না। এই দায়িত্ব নিজের তত্ত্বাবধানে নেওয়ার মাধ্যমে রাজ্যপাল তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্বের পাশাপাশি মানবিক কর্তব্যও পালন করতে চান। রাজভবন থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, আগ্রহী যুগলদের ১৬ নভেম্বরের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে আবেদন জানাতে হবে। আবেদনপত্রে পাত্র ও পাত্রীর নাম, তাঁদের অভিভাবকের নাম, বাসস্থান, বয়সের প্রমাণপত্র, আধার নম্বর, পেশা এবং পরিবারের বাসরিক আয়ের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে। এছাড়া বিয়েতে অভিভাবকদের অনুমতিসূচক স্বাক্ষর থাক্য অপরিহার্য। যদি কারও বিয়ের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে থাকে, সিস্ট্রি নথিপত্র আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে। এই সমস্ত তথ্যসম্বিজ্ঞিত আবেদনপত্র স্থানীয় কোনও গেজেটেড অফিসারের স্বাক্ষরিত না হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য তিনটি পথ খোলা রয়েছে। ডাকযোগে পাঠানো যেতে পারে, সরাসরি রাজভবনে গিয়ে জমা দেওয়া যাবে অথবা রান্ভবনের বিশেষভাবে নির্ধারিত দুটি ইমেল আইডিতে পাঠানো যাবে। ইমেলের ঠিকানাগুলি হলো রাজভবন সূত্রের খবর, আবেদনপত্রের সংখ্যা বুধ বৈশি বছর নিম্নপত্র যাচাই শেষে নির্বাচিত ১০০টি যুগলকে বিয়ের অনুমতি দেওয়া হবে।২৩ নভেম্বর ঠিক কেমন হবে রাজভবনের এই বিশেষ আয়োজন? জানা যাচ্ছে, বিয়ের

সমস্ত ব্যয় বহন করবেন রাজ্যপাল নিজে। পাত্র-পাত্রীর পোশাকের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বিয়ের রীতিনীতির আয়োজন-সবকিছুই সম্পূর্ণ রাজভবনের উদ্যোগে করা হবে। প্রত্যেক নববম্পপতিকে রাজ্যপালের তরফ থেকে প্রতীকী উপহারও প্রদান করা হবে। প্রতিটি পরিবারের সর্বোচ্চ ১০ জন পর্যন্ত অতিথি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারবেন। রাজভবনের প্রাঙ্গণে বিয়ের মণ্ডপ, অতিথিদের বসার ব্যবস্থা, খাওয়াদাওয়া-সবই সাজানো হবে রাজ্যপালের নির্দেশে। এ দিনকে আলোকসজ্জা এবং সঙ্গীতানুষ্ঠানের কথাও ভাবা হচ্ছে। রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যপাল তাঁর পেশাগত জীবনের তথ্যই বর্ণপূর্তি উপলক্ষে জনতার মধ্যে অর্থবহ কোনও কাজ করতে চেয়েছিলেন। প্রথমে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প নিয়ে ভাবা হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্ত নেন গণবিবাহের আয়োজনই হবে সবচেয়ে মানবিক পদক্ষেপ। তাঁর মতে, সমাজে অনেক পরিবার আছে যাদের বিয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজন করতে আর্থিক প্রতিবন্ধকতার মুখে পাতে হয়। তাঁদের জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে পাশে দাঁানো এবং তাদের সুখের সূচনা মুহূর্তে অভিভাবকের ভূমিকা নেওয়াই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। রাজভবনের কর্মকর্তারা জানান, এই উদ্যোগ ভবিষ্যতেও চালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। সমাজের নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সাহায্য করার লক্ষ্যে রাজভবনকে আরও বেশি করে জনমুখী করে তুলতে চান রাজ্যপাল। রাজভবন বৃহ দশক ধরে বাংলার সাংবিধানিক মর্যাদার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হলেও, গণমা্মের কাছে তার ব্যবহারিক গুরুত্ব ব্যাানোই আনন্দ বোসের লক্ষ্য। রাজনীতির পরিমণ্ডলে রাজ্যপালের এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ একে মানবিক পদক্ষেপ থাকা স্বাগত জানিয়েছেন, আবার কেউ কেউ এটিকে রাজনৈতিক বা র্তা’ হিসেবেও দেখছেন। তবে রাজভবন সূত্রের দাবি, এই উদ্যোগের পেছনে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। শুধুই সমাজের দায়িত্ব পালনের তাগিদ থেকেই এই আয়োজন। ২৩ নভেম্বর রাজভবনের ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণে যখন ১০০টি পিছিয়ে পড়া পরিবারের তরুণ-তরুণীরা নতুন জীবনে পা রাখবেন, তখন তা নিঃপটে দছে রাজ্যের সামাজিক ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায় যুক্ত করবে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের তিন বছর পূর্তি’ তাই শুধু এক টি সাংবিধানিক মাইলফলক নয়, বরং বহু মানুষের জীবনে নতুন সূচনা এনে দেওয়া এক মানবিক মুহূর্ত হয়ে উঠতে পারে।

উৎসব শেষ, বাড়ছে ডেঙ্গির ছোবল অক্টোবরেই আক্রান্ত ৩,২০০, শীর্ষে উত্তর ২৪ পরগনা

কলকাতাঃউৎসবের রেশ কাটতেই ফের রাজ্যজুড়ে বাড়ছে ডেঙ্গির দাপট। স্বাস্থ্য দপ্তরের সাম্প্রতিকতম রিপোর্ট বলছে, শুধু অক্টোবরের শেষ দু’সপ্তাহেই নতুন করে সংক্রমিত হয়েছে ১,৬৩২ জন। পুরো অক্টোবর মাসে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৩,২০০। চলতি বছরের শুরু থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যে মোট ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ৫০৬ জনে। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হলেও প্রশাসন বলছে, সতর্কতা ও ক্রত নজরদারির মাধ্যমে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। ডেঙ্গি আক্রান্তের নিরিখে শীর্ষে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। এই জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ২,৩৬৬। দ্বিতীয় স্থানে মুর্শিদাবাদ, যেখানে সংক্রমিত হয়েছে ২,৩০৪ জন। তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানে হুগলি ও কলকাতা- দুই জেলাতেই আক্রান্তের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে। মালদায় আক্রান্ত প্রায় হাজারের কাছাকাছি এবং বাওড়ায় সংখ্যাটা ৭৫০-এর বেশি। সব মিলিয়ে মাত্র ছয়টি জেলায় আক্রান্ত ৮,৭০০-রও বেশি মানুষ। পরশ্বর্গদের দাবি, উসব-পরবর্তী পরিবেশই ডেঙ্গির বিস্তারকে সবচেয়ে বেশি বাড়িয়েছে। পতঙ্গবিদ দেবাশিষ বিশ্বাসের মতে, অক্টোবরের টানা বৃষ্টি, তাঁর পরে শুকনো আবহাওয়া,

দুরন্ত বার্তা

বেআহিনি নির্মাণে আর ছাড় নয়, স্থগিতাদেশ পেলেই হাইকোর্টে যাবে কলকাতা পুরসভা

কলকাতাঃকলকাতা পুরসভা বেআহিনি নির্মাণ রোখায এবার আরও কঠোর অবস্থান নিতে চলেছে। আদালতের নির্দেশে যদি কোনও অবৈধ নির্মাণ ভাঙার প্রক্রিয়া থমকে যায়, তবে সেই আদেশের বিরুদ্ধে সরাসরি উচ্চ আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরসভার বিল্ডিং বিভাগ। শুক্রবার ‘টু মেঘর’ অনুষ্ঠানে মেয়র ফিরহাদ হাকিম সঙ্গেই এই বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা দেন। ওই অনুষ্ঠানে কালিকাপুরের এক বাসিন্দা অভিযোগ করেন, তাঁদের এলাকায় একটি বিল্ডিংয়ের নীচতলায় বেআহিনি ভাবে দোকান তৈরির পর পুরসভার তরফে ভাঙার নির্দেশ জারি হলেও কয়েক মাসের মধ্যেই সেটি রেগুলারাইজড হয়ে যায়। অভিযোগ শুনে মেয়র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং বিল্ডিং বিভাগের ডিজির কাছ থেকে বিল্ডিংটির ব্যাখ্যা চান। জানা যায়, নির্মাণকারী আদালত থেকে স্থগিতাদেশ আদায় করেন। আদালত বিষয়টি বরাে আধিকারিককে খতিয়ে দেখার নির্দেশ নেন এবং সেই আধিকারিকই পরে জরিমানার ভিত্তিতে বেআহিনি নির্মাণটিকে বৈধ ঘোষণা করেন। মেয়র এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এতে পুরসভার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং ভাঙার নির্দেশ দেওয়া সেই একই আধিকারিক কীভাবে পরে রেগুলারাইজড করবেন, তার জবাবদিহি হওয়া উচিত। ফিরহাদ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, হাইকোর্ট কখনও বেআহিনি নির্মাণের ঢাল হতে পারে না। তিনি বলেন, আদালতকে পরিস্কার ভাবে জানাতে হবে যে পুরসভা কোনও বেআহিনি কাঠামোকে সমর্থন করে না। প্রয়োজনে ডিভিশন বৈধ বা সূপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যেতে হবে। মেয়রের কঠোর বক্তব্যের পরের নডেচডে বসছে বিল্ডিং বিভাগ। বিভাগের শীর্ষ কর্তারা জানিয়েছেন, এর আগে নিম্ন আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে পুরসভা ডিভিশন বেঞ্চে যায়নি বলেই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। এবার থেকে কোনও স্থগিতাদেশ মিললেই পুরসভা তাম্কণিকভাবে উচ্চ আদালতে আপিল করবে। বেআহিনি নির্মাণ রুখতে পুরসভা প্রশাসনিক তপরতা আরও বৃদ্ধি করছে এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কড়া সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। ফলে শহর জুড়ে বেআহিনি নির্মাণকারীদের বিরুদ্ধে শুরু হতে চলেছে আরও কঠোর অভিযান।

বাঘশুমারি শুরু ডিসেম্বরেই, ১১ ও ১২ তারিখ দু’দিন পুরোপুরি বন্ধ থাকবে সু দ্রবন



সুন্দরবনঃশীতের শুরুতেই যখন সু দ্রবনে পর্যটনের মাত্রা তুঙ্গে ওঠে, ঠিক সেই সময়েই দুই দিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য। সু দ্রবনর টাইগার রিজার্ভের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ১১ এবং ১২ ডিসেম্বর পুরো এলাকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে পর্যটকদের জন্য। কারণ ওই দুই দিন চলবে বার্ষিক বাঘশুমারির প্রথম পর্যায়ে কাজ। শীতকালে প্রতিদিনই লঞ্চ, বোটের করে হাজার হাজার পর্যটক সু দ্রবনবনে পৌঁছান। এমন পরিস্থিতিতে যাতে কেউ সমস্যায় না পড়েন, তাই আগামী নির্দেশিকা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছরই সু দ্রবনবনে ট্র্যাপ কামেরা বসানো। পরিবেশ ধ্বংসগ্রস্ত নানা উপায়ে রয়্যাল জঙ্গল টাইগারের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। এ বার শুমারির স্কুরুতেই পর্যটন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যাতে কাজ নির্বিঘ্নে এগোয়। টাইগার রিজার্ভের ডেপুটি ফিল ডিরেক্টর জোস্ফ জাস্টিনস জানান, কর্মীদের ইতিমধ্যেই বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সঠিক ভাবে বাঘের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করাই মূল লক্ষ্য। এ বছর বাঘের সংখ্যা বাাতে পারে বলেও আশা করছেন তিনি। বনদপ্তর সূত্রে খবর, এবার সুন্দরবনের ৪১০০ বর্গকিলোমিটার জঙ্গলজুড়ে বসানো হবে ১৪৮৪টি ক্যামেরা। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ঐক্য কায়েরায় ধরা পড়া ছবি বিশ্লেষণ করেই নির্ধারিত হবে বাঘের সংখ্যা। শুধু বাঘের গতিবিধিই নয়, তাদের খাদ্য-শৃঙ্খলের অবস্থাও পরীক্ষা করা হবে এই শুমারিতে। হরিণ, বন্য শুকরসহ অন্যান্য প্রাণী উপস্থিতিও নজরে রাখা হবে।

গোয়ালতোড়ে শুরু মৌচাষ প্রশিক্ষণ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোয়ালতোড়, ৯ নভেম্বরঃ কীভাবে মৌচাক বসাতে হবে, মধু সংগ্রহের উপযুক্ত সময় কখন, মৌমাছির রোগ প্রতিরোধের উপায় কী এবং নিজের নিরাপত্তা বজায় রাখার কৌশল- এসব বিষয়েই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে তাঁদের। হাতে-কলমে শেখানো হবে পুরো প্রক্রিয়া। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজ শিখে স্বনির্ভর হবেন জঙ্গলমহলের গোয়ালতোড়ের তরুণ-তরুণীরা- এমনটাই লক্ষ্য প্রশাসনের। বেকার তরুণ-তরুণীদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে নানা কর্মসূচি নিচ্ছে রাজ্য সরকার। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, কপিপাউটার প্রশিক্ষণ, গবাদি পশুপালন বা সেলাই প্রশিক্ষণের কর্মশালা হয়। এ বার সেই তালিকায় নতুন সংযোজন মৌমাছি পালন। এই এলাকায় প্রথম এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করল গড়বেতা-২ ব্লক প্রশাসন ও গড়বেতা-২ পঞ্চায়েত সমিতি। এই প্রশিক্ষণে আগ্রহীদের থেকে আবেদনপত্র নেওয়া হয়েছিল আগে। তা থেকে বাছাই করা হয় ১৫ জন তরুণ-তরুণীকে। গত কয়েক দিন ধরে চলেছে এই প্রশিক্ষণ পর্ব। অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকেরা ট্রেনিং দিচ্ছেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হয় মৌচাক, মৌমাছি, মধু সংগ্রহের কিট ও সুরক্ষার সরঞ্জাম। এই পেশায় আদৌ লাভানো হবেন তরুণ-তরুণীরা? এক শিক্ষার্থী বলেন, “স্বয়ং শার্লক হোমসও গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে মৌমাছি প্রতিপালন ধরেছিলেন। আমরা তো সামান্য মানুষ।” একই মত গোয়ালতোড়ের বাসিন্দা সমীর সত্যিয়ারও। তাঁর কথায়, “চাকরি পাইনি বটে, কিন্তু এই প্রশিক্ষণ নতুন আশা দেখাচ্ছে। বাড়ির কাছে বসে মধু উৎপাদন করলে ভালো উপার্জন হবে।” অনেকে এই প্রশিক্ষণকে বাড়তি আরো একটি হিসেবেও দেখছেন। স্থানীয় বাসিন্দা তুলসী হুসদার মতে, “স্বামী কৃষিকাজ করেন। আমিও কিছু বাড়তি আয় করতে পারলে সংসার অর্থনৈতিক ভিত্তি আরও শেঁক হবে।” শিরিরে উপস্থিত ছিলেন গড়বেতা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীনবন্ধু দে, ব্লক কৃষি আধিকারিক এবং পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ বিমুক্তিকুমার দাস। দীনবন্ধু বলেন, “আমরা ব্লক এলাকায় বেকারত্ব কমাতে বিভিন্ন প্রকল্প করছি। মৌমাছি পালনের প্রশিক্ষণ এই অঞ্চলে প্রথম, তবে আমরা চাই আগামী দিনে আরও তরুণ-তরুণীরা এই প্রকল্পে অংশ নিকা।” সরকারি হিসেব অনুযায়ী, আগামী কয়েক বছরে মধু উৎপাদনের বাজারমূল্য আরও বৃদ্ধি পাবে। ফলে স্বল্প বিনিয়োগে নিশ্চিত আয় সম্ভব বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ইতিমধ্যে জঙ্গলমহলের লোখাশুলি ও নেতাভি এলাকায় এই কাজ করে আর্থিক উন্নতি হয়েছে বেশ কিছু পরিবারে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে উৎপাদিত মধু বাজারজাত করা হচ্ছে।

গোয়ালতোড়েও একই প্রক্রিয়া চালু হলে মধুর পাশাপাশি মৌ-মোমের চাহিদা কৃষকদের বড় বাজার এনে দিতে পারে বলে অনুমান বিশেষজ্ঞদের। প্রশাসনের আশা, এর ফলে বেকারত্ব কমে, বাড়বে আয়।

রঙিন পথচিত্রে সাজছে মুকুটমণিপুর, কংসাবতীর পাড়ে নতুন আকর্ষণ

সুমন আদক, বাঁকুড়া, ৯ নভেম্বরঃ জেলার রানি মুকুটমণিপুরের কংসাবতী জলাধারের পাড় এখন নতুন রঙে রঙিন। ধূলা-মাখা সাধারণ রাস্তা যেন শিল্পকর্মের পরিভা হয়েছে স্থানীয় শিল্পীদের তুলির ছোঁয়ায়। মুকুটমণিপুর উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে রঙিন পথচিত্র, যা ইতিমধ্যেই পর্যটকদের নতুন আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। এই শীতে মুকুটমণিপুর পেতে চলেছে একেবারে নতুন সাজ। কংসাবতী জলাধারের পাড় ধরে চলা রাস্তার ওপর ফুটে উঠছে আলপনার সৌন্দর্য। স্থানীয় শিল্পীদের হাতে আঁকা এই পথচিত্রে ভেসে উঠছে মুকুটমণিপুরের প্রকৃতি ও সংস্কৃতির প্রতিফলন-কখনও নৌকা, কখনও ময়ূর, কখনও হরিণ বা মাছ। এই আলপনা মিশে আছে এলাকার পরিষ্র, গ্রামীণ জীবন আর শিল্পীর আবেগ। প্রতিদিনই রঙিনতর হয়ে উঠছে রাস্তা, আর শিল্পীরা উৎসাহে ভরপুর হয়ে আকাশরঙা সৃজনশীলতায় হারিয়ে যাচ্ছেন। এ প্রকল্প শুরু হয়েছিল কয়েক বছর আগে, ২০১৭ সালে মুখামন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের মুকুটমণিপুর সফরের সময়। শিল্পীদের হাতে তুলির নকশা দেখে তিনি প্রশংসা করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে আঁকা আলপনার অনেকটাই সময়ের সঙ্গে মুছে গেলেও, এই বছর আবার নতুন করে শুরু হয়েছে পথচিত্র আঁকার কাজ। জিরো পয়েন্ট থেকে প্রায় ৩৬০

বেড়েছে পাঁচ শতাংশ ভোটার মালদহের মুচিয়ায় এনুমারেশন ফর্ম বিলি করতে গিয়ে সংশয়ে বিএলও-ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ, ৯ নভেম্বরঃ ৭১ সালের পর ওপার বাংলা থেকে ভারতে এসেও ভোটার তালিকায় নাম তুলতে পারেননি বৃদ্ধ। বহুবার সরকারি দফতরে আবেদন করেও নাম ওঠেনি তাঁর অখচ তাঁর সন্তানদের নাম উঠেছে ভোটার তালিকায়। যে গ্রামে তাঁরা থাকেন, সেই ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন সেই গ্রামের প্রায় সব পরিবারই বাংলাদেশি। এলাকায় বিএলও ভোটার ম্যাপিং এর কাজ করতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ। বিএলওর দাবি, বহু পরিবার বাংলাদেশি। আগে এসেছে, পরেও এসেছে। ভোটার লিস্টে অনেকেরই নাম নেই। মালদহ বিধানসভায় মুচিয়া অঞ্চলের ২০৪ নম্বর বৃথ ডাঙা খানপুর, এলাকার বাসিন্দা নির্মল কুমার বিশ্বাস। বৃদ্ধের নাম ২০০২ এ না থাকায় আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন বৃদ্ধের পরিবার। বৃদ্ধের দাবি, ‘৭১ সালের পর বাংলাদেশের পাবনা জেলা থেকে ভারতে এসেছিলেন মালদার মুচিয়া অঞ্চলের ডাঙা খানপুর এলাকায় বসবাস শুরু করেন। ভোটার লিস্টে তাঁর নাম

উঠেনি। ২০০২ সালেও তাঁর নাম নেই। ছেলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নাম উঠেছে সে ক্ষেত্রে এস আই আর চালু হাওয়ায় রীতিমতো চিন্তার মধ্যে পড়েছেন



তিনি। এবারও ২০২৫-এ যাতে নাম ওঠে, সেই জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন তিনি। মালদহ বিধানসভার মুচিয়া অঞ্চলের ডাঙা খানপুর, মোহনবাগান, ডোবা খানপুর নিয়ে একটি মাত্র বৃথ, যেখানে বাংলাদেশ থেকে বহু

বিপ্লব বিশ্বাস জানান, ইতিমধ্যেই এই এলাকায় ৭১ শতাংশ ম্যাপিংয়ের কাজ হয়েছে। ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া এই বৃথ। এখানে বিএলও থেকে এসে অনেকেরই বসবাস শুরু করেছেন। অনেকের নাম রয়েছে অনেকের

নাম এখনও নেই। এমনকি ২০০২ এর তালিকাকেও কেউ নেই। ২০০২ সালে এলাকায় ভোটার সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। ২০২৫-এ সেটা বেড়ে দাঁড়ায়

১১৮০। ৪ থেকে ৫ শতাংশ ভোট বেড়েছে। এলাকায় বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে সাত থেকে আটটা পরিবারের ২০০২ সালের নাম নেই। অনেকের আবার ছেলের নাম আছে বাবার নাম নেই। বিএলও জানিয়েছে,

১১৮০। ৪ থেকে ৫ শতাংশ ভোট বেড়েছে। এলাকায় বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে সাত থেকে আটটা পরিবারের ২০০২ সালের নাম নেই। অনেকের আবার ছেলের নাম আছে বাবার নাম নেই। বিএলও জানিয়েছে,

ইতিমধ্যেই ফর্ম বিলি করা হয়ে গিয়েছে, ফর্ম সংগ্রহ করে আবার দফতরেও জমা দেওয়া হবে। কিন্তু তাঁদের আদৌ নাম উঠবে কিনা, তা নিয়ে সংশয়ে খোদ বিএলও নিজেই। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডা। মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক গোপাল সাহা বলেন, “বাংলাদেশ থেকে যারা ভারতে শরণার্থী হিসেবে এসেছিলেন, যারা আজকে ভারতে বাস করছেন, তাঁদের কোনওরকম নাম বাদ যাবে না। সিএএ তে আবেদন করবেন, তার মাধ্যমে তাঁদের নাম উঠে যাবে, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পাশে আছে।” মালদহ তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, “যারা বাংলায় বসবাস করছেন, তাঁদের নাম একজনেরও ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে না। কোনওরকম বৈধ ভোটারের যদি নাম ভোটার তালিকা থেকে কাটা যায়, তাহলে আমরা এর বিরুদ্ধে তীব্র আপোলনে নামব।”

হুমায়ুন কবীর নতুন দল গড়লে তৃণমূলের ক্ষতি হবে, বললেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ৯ নভেম্বরঃ হুমায়ুন কবীর নতুন দল গড়লে তৃণমূলের ক্ষতি হবে। মন্তব্য বিধানসভার বিরোধী দল থেকে। শুভেন্দু অধিকারী। অনেকে দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মর্শিদাবাদে তৃণমূলকে আনতে পারেনি। আমি মর্শিদাবাদকে তৃণমূলময় করে দিয়েছিলাম। হুমায়ুন কবীর চলে গেলে ২২ আসনে কংগ্রেস, সিপিএম

জেট আর বিজেপি জিতবে। জোর গলায় বলতে শোনা গেল শুভেন্দুকে। নিজের বক্তব্যের সম্মানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইতিহাসের পাতাও ওল্টাতে দেখা যায় শুভেন্দুকে। কীভাবে তিনি মর্শিদাবাদে তৃণমূলের সংগঠন বিস্তার করেছিলেন তার বিশদ ব্যাখ্যাও করেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, “মর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূল

কংগ্রেস ছিল না। ১৯৯৮ সালে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা হয়। মমতা বন্দোপাধ্যায় মুকুল রায়, পূর্ণেন্দু বসু, ইন্দ্রনীল সেন অনেককে দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেও মর্শিদাবাদে তৃণমূলকে আনতে পারেননি। আনকে ২০০৫ থেকে ইন্ড্রনীলের সহযোগী করেছিলেন। ২০১৬ থেকে পূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমি গোটা মর্শিদাবাদ জেলাকে তৃণমূলময় করে

দিয়েছিলাম। মমতা বন্দোপাধ্যায়ের কোনও ক্রেডিট নেই।” শুভেন্দুর এ মন্তব্য নিয়েই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়ে গিয়েছে চাপানউতোর। তবে পাল্টা তুলোনা করতে দেখা গিয়েছে কংগ্রেস নেতা সৌম্য আইচ রায়কে। কটাক্ষের সূর্যেই বলেন, “ওনার মনে হয় তৃণমূলের প্রতি প্রেমটা আবার জেগে উঠেছে। তৃণমূলের ভাল-মন্দেই উনি এখন

বিচার করছেন।” তৃণমূল-বিজেপিকে এক সুতোয় গাঁথে আক্রমণের ধার আরও বাড়িয়ে বলেন, “আমরা তো সবসময় বলি তৃণমূল মানেনি বিজেপি, আর বিজেপি মানেনি তৃণমূল! অবস্হানগত পরিবেশন, পতাকাটা আলাদা হতে পারে। কিন্তু জন্মটা সব আরএসএসেরই ফলে উনি ভাল চিনবেন।”

অ্যাকশানে কমিশন, কিন্তু তাতে কী! ফের ক্যাম্প করেই ফর্ম বিলির অভিযোগ বিএলও-র বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধূপগুড়ি, ৯ নভেম্বরঃ নড়েচড়ে বসছে নির্বাচন কমিশন। বাড়ি বাড়ি না গিয়ে অন্যত্র ফর্ম দেওয়ার অভিযোগে শোকজ করা হয়েছে ৮ বিএলও-কে। কিন্তু



তাতে কী! ধূপগুড়িতে ফের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ লঙ্ঘনের অভিযোগ। ক্যাম্পে বসেই একাধিক পরিবারের মধ্যে ফর্ম বিতরণের অভিযোগ। সঙ্গে আবার দেখা গেল স্বামী-সহ বেশ কয়েকজনকে। যদিও বিতর্ক দানা বাঁধলেও এতে কোনও ভুল

দেখছেন না বিএলও। ভুল দেখছেন না তাঁর স্বামীও। তবে পরোদখে চাপানউতোর শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। ঘটনা ধূপগুড়ি পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের ১৭৫

করছেন এনুমারেশন ফর্ম। শুধু তাই নয়, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্বামীও। রয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। যা কোনওমতেই নির্বাচন কমিশন অনুমোদিত নয়। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তা নিয়ে শোরগোল পড়েছে এলাকায়। সূর চড়িয়েছে বিজেপি। বিএলও রুবি বসুনিয়া যদিও এতে কোনও ভুল দেখছেন না। তিনি নিজের অসুস্থতার কথা জানিয়ে বলছেন, “অনেক কাগজপত্র নিয়ে ঘোরা বুঝি কষ্টকর। কমিশনের নির্দেশ আমি জানি। আমি এক জয়গা থেকে ফর্ম দিইনি। তবে আশপাশের



নিজস্ব প্রতিনিধি, ধনেশখালি, ৯ নভেম্বরঃ ফের এসআইআর আতঙ্কের জের? মেয়েকে বিষ খাইয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা গৃহবধূর। এবার ঘটনা ধনেশখালি। ধনেশখালি থানার অন্তর্গত সোমসপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কান্দা নদী এলাকায় বাপের বাড়ি ২৭ বছরের ওই গৃহবধূর। প্রায় আট বছর আগে হরিপালে বিয়ে হয় আশার। কিন্তু পারিবারিক বিবাদের জেরে গত ৫ থেকে ৬ বছর ধরে ধনেশখালিতেই থাকছিলেন তিনি। সেখানেই ঘটেছে এই ঘটনা। খবর চাউর হতেই ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়ে যায় এলাকায়। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি মা-মেয়ে। যদিও শুরুতেই নিয়ে আসা হয়েছিল ধনেশখালি গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর পাঠিয়ে দেওয়া হয় পিজিতে। সূত্রের খবর, সদ্য মহিলা

নিউটেশন আন্দোলনকারী রায়ের নামঃ

শ্রী তুলার দে

আমোক্তারনামাঃ ডাক্তার দে

ঠিকানাঃ Flat No-71B, Phase-03, Block-4, মানসারোণ, হেডজিট, লিলা গার্ডেন, হায়দ্রাবাদ, তেলঙ্গানা, ৫০০০১৫

প্রতিষ্ঠাঃ রঞ্জিৎ কুমার দে

আমোক্তারনামাঃ বসে দিল্লি নং ও সনঃ ১৬৪২, ২৮.০৫.২০২৫ DSR Jalpaiguri নামজারি সেন নংঃ MN/20225/072/10813. MN/2025/0702/10818

উক্ত আমোক্তারনামা বলে দিল্লি অধিদপ্তর নিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপিল থাকলে বিজ্ঞপ্ত প্রকাশ হবার এক মাসের মধ্যে সরাসরি ভূমি ও ভূমি সংস্থার আধিকারিকের কাছে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় অধিন অধিদপ্তর আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।

দলিমে বর্ণিত আপিল সম্পর্কিত বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিদান-সহ ড্রোয়া / প্রতীতা ও বিব্রোতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ

সীতা-বাহাদুর, পিট নং-৩, J.L. No-4, L.R. খতিদান- 657, L.R. দাখ-465 (0.2800 একর), 451 (0.1100 একর), 388/755 (0.0700 একর), 456 (0.1300 একর), 389 (0.1300 একর) (আবেশে নং-১০০০-L.S/২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, স্মৃতিস্মরণ সরকার ভূমি ও ভূমি সন্সার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পূর্বনির্ধারিত দপ্তর দ্বারা বন্ধকৃত)

বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ তুলার দে

পিতাঃ রঞ্জিৎ কুমার দে

ঠিকানাঃ এল জে পি রোড, বর্জিগার, নিউ জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ৭৪৪০০৭

ছেলের মৃতদেহ বাড়িতে আসতেই তিনতলা থেকে ঝাঁপ, হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু মায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোলাঘাট, ৯ নভেম্বরঃ আচমকা অসুস্থ ছেলে। তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে দেন। কিন্তু ছেলের মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনতলা থেকে ঝাঁপ মারতে দেখা গেল মহিলাকে। তাকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। কিন্তু আর বাঁচানো যায়নি। চাঞ্চল্যকর এ ঘটনা ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট বিট হাউস থানার অন্তরগত রাইন গ্রামে। এখানেই বাড়ি একুশ বছরের শুভাদ্রি বৈদ্যার। পরিবার সূত্রে খবর, ৮ নভেম্বর দুপুরে

আবহে ঘটতে চলছে আরও বড় ঘটনা। পরিবার সূত্রে খবর, শুভাদ্রির মৃতদেহ দেখার কিছুক্ষন পরেই চোখ জল নিয়েই সবার অলক্ষ্যে সোজা তিনতলা বাড়ির ছাদে উঠে যান। সেখান থেকেই নিচে ঝাঁপ দেন। গুরুতর আহত অবস্থায় মানসী বৈদ্যকে উদ্ধার করে মেডেদার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। অত উঁচু থেকে আর নিচে পড়ার ধকল নিতে পারেনি তাঁর দেহ। চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে দেন। তাতেই শোকের আবহ আরও দিগ্ধ গ হয়ে যায় ওই



নিজের বাড়িতেই পড়ে গিয়েছিল শুভাদ্রি। তারপরই সেরিৱাল আটাকা তৎক্ষণাৎ বাড়ির লোকজন শুভাদ্রিকে কোলাঘাটের পাইকপাড়ি ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে দেন। কোলাঘাট থানার পুলিশ শুভাদ্রির মৃতদেহ তমলুকুর তাম্রলিগু মেডিকেল কলেজে নিয়ে যায় ময়নাতদন্তের জন্য। তার সাড়ে আটটা নাগাদ রাইন গ্রামে বাড়িতে আসে শুভাদ্রির দেহ। ছেলেকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন মা মানসী বৈদ্য। কিন্তু তখনও কেউই আঁচ করতে পারেনি শোকের

এলাকায়। পরিবারে কান্নার রোল। একযোগে স্ত্রী সন্তানকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন রমেশ বৈদ্য। তিনি জেলাধারি বিবইবি (ডিস্ট্রিক্ট এনফর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ)-তে কর্মরত। এদিনই মানসী বৈদ্যর ময়নাতদন্ত করা হবে তমলুকুর তাম্রলিগু মেডিকেল কলেজে। কান্না ও ছেলের এই আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা পাড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান শুভাদ্রি খুব ভালো ছেলে ছিল। সকলকে সন্দ্বান করতো আর নিজের মা'কে ভীষণ ভালো বাসতো। এই শোক একদিন সহ্য করতে পারে তার মা।

মেয়েকে বিষ খাইয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা গৃহবধূর, পরিবার বলছে এসআইআর আতঙ্ক! ছুটে গেলেন তৃণমূল বিধায়ক

বাপের বাড়ির সকলকে এসআইআরের ফর্ম দেওয়া হয়। কিন্তু দেওয়া হয়নি তাঁকে পরিবারের সদস্যরা বলছেন তারপর থেকেই তিনি আতঙ্কের মধ্যে ছিলেন। এদিকে আবার শশুরবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ফলে সেখান থেকেও কোনও সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। পরিবারের সদস্যরা বলছেন, এ নিয়ে বাড়িতে নানা কথাও বলছিলেন ওই গৃহবধূ। তিনি যে উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন তা ধরা পড়ছিল। শেষ পর্যন্ত মানসিক

অবসাদের জেরেই এদিন সকালে নিজের শিশুকন্যাকে কীটনাশক খাইয়ে, নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে ওই গৃহবধূর বাড়িতে যান ধনেশখালির বিধায়ক অসীমা পাড়া। আসে পুলিশও। অসীমা পাড়া যদিও ফ্লোড উগরে দিচ্ছেন বিজেপির বিরুদ্ধে। এসআইআর উদ্বেগ নিয়ে কাঠগড়ায় তোলেন বিজেপি নেতাদের। বলেন, “যেভাবে বিজেপি নেতারা বলছেন ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেব তাতে গোটা বাংলাতে আতঙ্ক

ছড়িয়েছে। কিছুদিন আগে ডানকুনিতে হয়েছে, এবার এখানে হল। ও এখানে ফর্ম ফিলাপ করতে পারেনি। তাতেই ও আতঙ্ক ছিল। ওর বাবা-ভাই বুঝিয়েছিল এখানে তৃণমূল আছে তোরা চিটা। কিন্তু ওর মনে উদ্বেগ তো ঢুকে গিয়েছিল।” অন্যদিকে গৃহবধূর ভাই বলছেন, “ও ফর্ম ফিলাপ করতে পারেনি। শশুরবাড়ির সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল না। ও হয়তো ভেবেছে আমি আর ফর্ম পাব না। সেটা ভেবেই ও এই সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলেনো।”

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/BR-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/XIV/129/049/25-26/U.S. (1st Call)

Name of the Work: **Maintenance of C.C. Passages at the slum area of M.I.D. Road near Premises No. 108A, 33/4 or in Ward No. 129; Estimated Amount (Including GST & CESS) : Rs. 2,98,052.60; Earnest Money: Rs. 6,000.00; Period of Completion : 15 days; Last date and time of submission of bid : 19.11.2025 up to 11 a.m.; Tender will be opened on : 21.11.2025 - 11 a.m.; The bid forms and other details are available on and from 11.11.2025 (5 p.m.).**

(2) NIT No.: KMC/XIV/128/086/25-26/APAS (1st Call)

Name of the Work: **Development of Cement Concrete passage near House No. 18, 248 Dr. A. K. Paul Road etc. at Part No. 186 of 154 - Behala Paschim A.C. in Ward No. 128; Estimated Amount : Rs. 3,29,639.21; Earnest Money: Rs. 6,600.00; Period of Completion : 30 days.**

(3) NIT No.: KMC/XIV/128/087/25-26/APAS (1st Call)

Name of the Work: **Improvement of Cement Concrete Road near House No. 145/4/1A, 145/4/1C, 22/19 Fakir Para Road etc. at Part No. 186 of 154 - Behala Paschim A.C. in Ward No. 128; Estimated Amount : Rs. 2,52,980.08; Earnest Money: Rs. 5,100.00; Period of Completion : 30 days.**

(4) NIT No.: KMC/XIV/128/085/25-26/APAS (1st Call)

Name of the Work: **Development of under Ground Drainage System by laying of SW Pipe near House No. 18, 248 Dr. A. K. Paul Road etc. at Part No. 186 of 154 - Behala Paschim A.C. in Ward No. 128; Estimated Amount : Rs. 2,47,031.94; Earnest Money: Rs. 5,000.00; Period of Completion : 21 days.**

(5) NIT No.: KMC/XIV/128/088/25-26/APAS (1st Call)

Name of the Work: **Development of under ground drainage system by Laying of SW Pipe near House No. 145/4/1A, 145/4/1C Road etc. at Part No. 186 of 154 - Behala Paschim A.C. in Ward No. 128; Estimated Amount : Rs. 1,69,827.98; Earnest Money: Rs. 3,400.00; Period of Completion : 30 days.**

(6) NIT No.: KMC/XIV/128/055/25-26/R (1st Call)

Name of the Work: **Improvement of Cement Concrete Road near House No. 28/G, 64/1, 66/1, 166 Bidhu Bhusan Sengupta Road etc. in Ward No. 128; Estimated Amount : Rs. 2,98,625.10; Earnest Money: Rs. 6,000.00; Period of Completion : 30 days; Last date and time of submission of bid : 25.11.2025 up to 11 a.m. [For Sl. No. 2 to 6]; Tender will be opened on : 27.11.2025 (11 a.m.). The bid forms and other details are available on and from 14.11.2025 (From 5 p.m.) from the website <https://wbenders.gov.in> & <https://www.kmcgov.in>**

The Director General (Uttaran Services), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/US/HQ/139/25-26/115 (1st Call)

Name of the Work: **Improvement Bustee passage (CC) and allied works at Narkuli Bagan (Q606/4-Q609/1, Q609/15/1-Q609/16, Q609/D-Q609/5, Q613/**

2-Q613/K & U56/C) and its surrounding area in Ward No. 139, BR-XV; Estimated Amount (Including GST & LWC) : Rs. 4,97,986.63; Earnest Money: Rs. 10,000.00; Period of Completion : 45 days.

(2) NIT No.: KMC/US/HQ/74/25-26/121 (1st Call)

Name of the Work: **Improvement bustee passage (CC) and allied works at Shimpukur Lane and its surrounding area in Ward No. 139, BR-XV; Estimated Amount (Including GST & LWC) : Rs. 2,72,053.60; Earnest Money: Rs. 6,000.00; Period of Completion : 180 days; Last date and time of submission of bid : 22.11.2025 up to 11 a.m. [For Sl. No. 1 & 2]; Bid opening date and time for technical proposals : 24.11.2025 at 11.30 a.m. [For Sl. No. 1 & 2]; The bid forms and other details are available on and from 11.11.2025 (5 p.m.). [For Sl. No. 1 & 2].**

(3) NIT No.: KMC/US/HQ/56/25-26/119 (1st Call)

Name of the Work: **Repairing of Road side urinal at 23 Pottery Road in Ward No. 56; Estimated Amount (Including GST & LWC) : Rs. 1,96,516.51; Earnest Money: Rs. 4,000.00; Period of Completion : 60 days.**

(4) NIT No.: KMC/US/HQ/56/25-26/119 (1st Call)

Name of the Work: **Repairing of bustee passage at different places of Dakshin Bainchalta, Sahebabad Bustee and its surrounding area in Ward No. 58; Estimated Amount (Including GST & LWC) : Rs. 3,98,321.22; Earnest Money: Rs. 8,000.00; Period of Completion : 30 days; Last date and time of submission of bid : 24.11.2025 up to 11 a.m. [For Sl. No. 3 & 4]; Bid opening date and time for technical proposals : 26.11.2025 at 11.30 a.m. [For Sl. No. 3 & 4]; The bid forms and other details are available on and from 14.11.2025 (5 p.m.). [For Sl. No. 3 & 4]. The website <https://wbenders.gov.in> & <https://www.kmcgov.in>**

The Executive Engineer (Civil)/BR-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/XIII/115/68/25-26/APAS (1st Call)

Name of work: **Improvement of C.C. Pavement Parallel to Keorapukur Khal in Word No. 115, BR-XIII; Estimated Amount (Including GST & CESS): Rs. 4,39,859.10; Earnest Money: Rs. 9,000.00; Period of Completion: 30 days; Last date and time of submission of bid : 28.11.2025 - 11 a.m. The Tender will be opened on 01.12.2025 - 11 a.m. The bid forms and other details are available on and from 11.11.2025 (5 p.m.) from the website <https://etender.wb.nic.in>**

The Executive Engineer (Civil)/BR-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/E.E.(C)/XVI /APAS/349/125/013/25-26

Name of work: **Improvement of Road at Diamond Harbour Road near Premises No. 220 in Ward No 125; Estimated Amount (Including GST & CESS): Rs. 4,39,859.10; Earnest Money: Rs. 9,000.00; Period of Completion: 30 days; Last date and time of submission of bid : 28.11.2025 - 11 a.m. The Tender will be opened on 01.12.2025 - 11 a.m. The bid forms and other details are available on and from 11.11.2025 (5 p.m.) from the website <https://etender.wb.nic.in>**

1350/25-26

আমেরিকায় গ্রেপ্তার ভারতের ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ ২ গ্যাংস্টার



৯ নভেম্বর : আমেরিকায় গ্রেপ্তার ভারতের ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ ২ গ্যাংস্টার। তাদের মধ্যে একজন কুখ্যাত লরেন্স বিমোহই গ্যাংয়ের সদস্য। হরিয়ানা পুলিশ এবং ভারতের গোয়েন্দারা তাদের গ্রেপ্তার করেছে বলে খবর। ধৃতদের নাম ভেক্টেশ গর্গ এবং ভানু রানা। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই তাদের ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। গোয়েন্দাদের একটি সূত্রের খবর, ভেক্টেশ কপিল সান্দওয়ান ওরফে নন্দু গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত। সে হরিয়ানার নারায়ণগড়ের বাসিন্দা। তাকে জর্জিয়া থেকে গ্রেপ্তার করেছে হরিয়ানা পুলিশ। জানা গিয়েছে, গুরুগ্রামে বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র এক নেতার হত্যাকাণ্ডে ভেক্টেশের নাম জড়ায়। তারপরই সে জর্জিয়ায় পালিয়ে যায়। ভারতে তার বিরুদ্ধে ১০টিরও বেশি সৌজদারি মামলা রয়েছে। তাকে ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ বলে চিহ্নিত করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভেক্টেশ দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান-সহ উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অপরাধ চক্র চালাত। এর পাশাপাশি সে তেলোবাজি চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে খবর। অন্যদিকে, আমেরিকা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছে ভানুও। সে কুখ্যাত লরেন্স বিমোহই গ্যাংয়ের সদস্য ছিল। তার বাইে হরিয়ানার কারনালো। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাঞ্জাবে গ্রেনেড হামলার সঙ্গে সে জড়িত ছিল। শুধু তাই নয়, ভারতেও বহু অপরাধের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। বিদেশে বসে ভানু হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং দিল্লিতে অপরাধ চক্র চালাত বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তদন্তকারীদের খাতায় ভানুও ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ ছিল। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, বহুদিন ধরেই গোয়েন্দারা দুই গ্যাংস্টারকে খুঁজছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাদের গ্রেপ্তার করেন তদন্তকারীরা। ভেক্টেশ এবং ভানু দু’জনেই বিদেশে বসে ভারতে হামলার ছক করছিল বলে অভিযোগ। বর্তমানে তাদের ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে।

শান্তি আলোচনা ভেঙে যেতেই পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি তালিবানের

৯ নভেম্বর : দু’দেশের মধ্যে চলতে থাকা সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজতে তুরস্কের ইস্তানবুলে তৃতীয় দফার আলোচনায় বসেছিলেন পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের প্রতিনিধিরা।



কিন্তু সেই আলোচনাও ভেঙে গিয়েছে বলে খবর। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানকে পালটা হুমকি দিল তালিবান। তারা সাফ জানিয়ে দিয়েছে, যুদ্ধের জন্য তারা প্রস্তুত। তাদের অভিযোগ, তুরস্ক এবং কাতারের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পাকিস্তান শান্তি আলোচনার অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করছে এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে আচরণ করেছে। শনিবার তালিবানের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ

তুরস্ক এবং কাতার। গত বৃহস্পতিবার থেকে আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু কেন শান্তি আলোচনা ফের বার্থ হল? একটি পাক সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আসিফ বলেন, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান অধিকাংশ বিষয়গুলিতেই সহমত হয়েছিল। কিন্তু একটি মাত্র বিষয়ে আফগান নেতারার রাজি ছিল না। সেই কারণে শান্তি আলোচনা ভেঙে যায়। তিনি আরও বলেন, তুরস্ক এবং কাতার দু’দেশই আমাদের অবস্থানকে সমর্থন করেছিল। এমনকী আফগান প্রতিনিধিরও সহমত হয়েছিলেন। কিন্তু তারা লিখিত সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর করতে রাজি হননি। তারা চেয়েছিল মৌখিক সম্মতিপত্র গ্রহণযোগ্য হোক। কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচনার ক্ষেত্রে এটা হয়না। এরপরই তালিবানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, যদি আফগানিস্তানের মাটি থেকে ফের কোনও হামলা হয়, তাহলে আমরা তার কড়া জবাব দেব। তার এই হুঁশিয়ারির এবার পালটা দিল তালিবান।

দক্ষিণ চিন সাগরে ‘ড্রাগন’ চোখ রাঙাচ্ছে ফিলিপিন্স!

৯ নভেম্বর : ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আত্মনির্ভর ভারত গডার ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর মধ্যে অন্যতম পদক্ষেপ ছিল দেশের মাটিতে যুদ্ধবিমান-সহ অন্যান্য সমরাস্ত্র তৈরি করা। এবার সেই পদক্ষেপে আরও বড় সাফল্য। শুক্রবার আনুষ্ঠানিক ভাবে ভারত থেকে কেনা ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের খবর জানিয়েছে

ফিলিপিন্স। ফিলিপিন্স মেরিন কর্পসের ৭৫তম বার্ষিকীতে প্রথম মিসাইলের ব্যাটারির ভিডিও দেখানো হয়েছে। উপকূলীয় প্রতিরক্ষা এবং বাহিনীর আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে ফিলিপিন্সের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে এই ঘটনা। প্রথম ব্রহ্মস ব্যাটারিটি পশ্চিম লুজনে রয়েছে। মেরিনস কোস্টাল ডিফেন্স রেজিমেন্টের আশি-শিপ মিসাইল

ব্যাটালিয়ন এটি পরিচালনা করে। ২৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত আঘাত হানতে সক্ষম এই মিসাইল। ২০২২ সালে ম্যানিলা এবং নয়াদিল্লির মধ্যে ৬৭৫ মিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তিতে ভারতীয় সুপারসনিক জাহাজ-বিরোধী ক্ষেপণাস্ত্রের তিনটি ব্যাটারি কেনা হয়। জানা গিয়েছে, ফিলিপিন্স মাল্টি-লঞ্চ রকেট সিস্টেমের ৫০টি

ব্যাটারি, উপকূল থেকে ছোঁড়া যায় এমন ক্ষেপণাস্ত্র এবং জাহাজ ধ্বংস ক্রয়ার ক্ষেপণাস্ত্র কেনার চেষ্টা করেছে। এই প্রকল্পগুলির মোট খরচ প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকা। দক্ষিণ চিন সাগরে চিনা আগ্রাসন রূপতে নিজেদের বাহিনীর ক্ষমতা বাড়চ্ছে। দক্ষিণ চিন সাগরের কর্তৃত্ব নিয়ে ফিলিপিন্স ছাড়াও অন্যান্য দেশের সঙ্গে বিরোধ রয়েছে চিনের।

স্বারবরো শোল দ্বীপ নিয়ে ম্যানিলা এবং বেজিং-এর সমস্যা এক সময় প্রায় যুদ্ধের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। দক্ষিণ চিন সাগর দিয়ে বিশ্ব বাণিজ্যের একটা বড় অংশ চলে। তাই এই এলাকার কর্তৃত্ব চিনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে শলের দখল চিনের হাতে যাওয়ার পরেই ভারতের সঙ্গে সমরাস্ত্র কেনার চুক্তি করে ম্যানিলা।

খেয়ে মন ভরাই

পাহাড়ি মোমো বানাতে পারেন কিন্তু সুপ বা চাটনি নয়? রইল রেসিপি

শীতে পাহাড়ে গেলে মোমো কেতেভই হবে। দীর্ঘদিন পাহাড়ে যাওয়ার সুযোগ না হলে বাড়িতেই যাতে সেই স্বাদ পাওয়া যায় তাই



পাহাড়ি স্বাদে মোমো বানানোর রেসিপি অনেকেই শিখে নেন। বানিয়েও ফেলেন নিজের হেঁশেলে। কিন্তু সাদে পাহাড়ি মোমোর সেই সুপ ও চাটনি বাদ মাথায়। তা অনেকক্ষেত্রেই সঠিকভাবে বানানো হয়ে ওঠে না। তাই পাহাড়ি মোমোর যাওয়ার সময় তার স্বাদে কিছুটা পার্থক্য থাকে বইকি। সহজ পদ্ধতি মেনে এবার বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন এবার সুপ আর ঝালঝাল

জন্ম লাগবে হাসমেত মুরগির মাংস ২৫০ গ্রাম, নুন- স্বাদমতো, পেঁয়াজ কুচি- ২টি, গাজর কুচি- আধকাপ, গোলমরিচ ৮-১০টি,

অঙ্গদ্বীভাবে জড়িয়ে থাকা খাবার। আর তা হল সেল রুটি। নেপালিদের ‘ পরবে মূলত এই খাবার খাওয়ার প্রচলন রয়েছে।

আপনিও যদি বাটিতে এই বিশেষ নেপালি খাবার বানাতে চান তাহলে জেনে নিন রেসিপি। উপকরণ- ২ কাপ চালের গুঁড়ো, ১ কাপ চিনি, ২-৩ টেবিল চামচ ঘি, ১ চা চামচ এলাচ গুঁড়ো, দেড় কাপ মতো জল, তেল- প্রয়োজনমতো (ডিপ ফ্রাইয়ের জন্য)। প্রণালী- প্রথমে একটি বড় পাত্রে চালের গুঁড়ো, চিনি, ঘি ও এলাচ গুঁড়ো মিশিয়ে একটি মিশ্রণ বানিয়ে নিন। এরপর



কচু নিয়ে অনেকেইই ভয় রয়েছে। বিশেষ করে, গলা চুলকানোর ভয়ে অনেকেই কচু দেখলে শতহস্ত দূরে থাকেন। কিন্তু জানেন কি, কচু আয়রনে ভরপুর। যাদের রক্তজটতার সমস্যা রয়েছে, তাঁরা কচু খেতে পারেন। আর ‘গলা ধরা’র মোক্ষম পাত্র পাতে এক টুকরো লেবু। এতে চুলকানিভাব কমে যায়। তবে কচু যাঁরা খান, একমাত্র তাঁরাই জানেন এর স্বাদ। তাই দেরি করে বটপট জেনে নিন কচুর কোরমার রেসিপি। খেতেও দারুণ, আবার শরীরে আয়রনের ঘাটতিও পূরণ হবে। তবে উপকরণের এলাহি বহর থাকলেও ভয় নেই, হাতে আধ ঘণ্টা সময় থাকলেই যথেষ্ট উপকরণঃ বড় কচুর গোড়া অর্ধেকটা, নারকেলের দুধ ২ কাপ, নারকেল বাটা ১ টেবিল চামচ, বাদাম বাটা ১ চা চামচ, রসুনবাটা ১ চা চামচ, আদাবাটা ১ চা চামচ, পিঁয়াজবাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদ আধ চা চামচ, লবঙ্গগুঁড়ো আধ চা চামচ, জিরেগুঁড়ো আধ চা চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া আধ চা চামচ, তেজপাতা ২টে, দারুচিনি ২ টুকরো, গোটা লবঙ্গ ও এলাচ ৩টে, ঠান্ডা দুধ ১ কাপ, পিঁয়াজ বেরেক্সা আধ কাপ, চিনি ১ চা চামচ, ঘি ২ টেবিল চামচ, কাঁচালব্ধা ৪টি, তেল পরিমাণমতো, নুন-চিনি স্বাদমতো।প্রণালীঃ প্রথমে ভালোভাবে কচুর খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে একটি বড় সাইজের টুকরো করে কেটে নিন। একই ষিধ পুক করে। হালকাভাবে গায়ে ছুরি দিয়ে দাগ কেটে নিন। এবার নুন-হলুদ মাখিয়ে ফ্রাইপ্যানে তেল বা ঘি দিয়ে হালকা ভেজে নিন।

e-TENDER NOTICE

e-NIT no. WB/TMB/BDO/2263/NIT-129/25/26 Dt. 04.11.2025 for SI. no. 1 to 27 for different schemes BDO,Thakurpukur Maheshtala, Thakurpukur Maheshtala Block, 39, Biren Roy Road (East), South 24 Parganas invites E-Tender for the work for the same as details below:
Name: SI No. 01 to 27 for different Schemes..Thakurpukur Maheshtala Development Block.
Bid Submission date Started on 10-11-2025 at 9.00A.M. and Bid Submission End date on 04-12-2025 at 9.0 A.M. details on NIT & Tender Documents may be download from: <http://wbenders.gov.in> & e mail No. bdothakurpukur@gmail.com.
Sd/-Block Development Officer
Thakurpukur Maheshtala Dev. Block, South 24 Parganas

মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দেবেন

পাল্টা, ৯ নভেম্বর (হি.স.)ঃ বিহারের মানুষ পরিবর্তন চাইছে, দ্বিতীয় দফতেও মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দেবে, এই বিষয়ে আশাবাদী আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব।



চাটনি। রইল রেসিপি। মোমোর চাটনি বানাতে লাগবে শুকনো লব্ধা ৫-৬টি, ভিনিগার ২ টেবিল চামচ, রসুন ২-৩ কোয়া, নুন- স্বাদমত, চিনি- আধ চা চামচ। প্রথমে শুকনো লব্ধাগুলো কেটে নিয়ে তা থেকে দানা বের করে দিন। এরপর গরম জলে ১০-১৫মিনিট ভিজিয়ে রেখে দিন। সময় থাকলে ভিনিগারেও ভিজিয়ে রাখতে পারেন বেশি সময় ধরে। এরপর মিষ্কার গ্রহিভারে সবটা নিয়ে পেস্ট করে নিন। পেস্ট করার সময় তাতে যোগ করুন রসুন, নুন ও চিনি। চাইলে রসুন পেস্ট না করে কুচি করেও মিশিয়ে নিতে পারেন পেস্টের সঙ্গে। হয়ে গেলে উপর থেকে সামান্য সাদা তেল ছড়িয়ে নিন। ব্যস আপনার গরম মোমোর সঙ্গে ঝাল ঝাল চাটনি তৈরি। অন্যদিকে মোমোর সুপ বানানোর

জলে ফুটতে দেওয়া গাজর, পেঁয়াজ ও মাংস তুলে নিতেও পারেন। এরপর হয়ে একে সুপে নুন ও গোলমরিচ ছাড়িয়ে গরম গরম মোমোর সঙ্গে পরিবেশন করুন। স্বাদে বাড়াতে বানানো ঝাল ঝাল চাটনি আর সুস্বাদু সুপ। নিজের চেনা জায়গা ছেড়ে দূরে কোথাও বেরোতে যাওয়া মানেই সেখানকার স্থানীয় খাবার চেষ্টা দেখা। তেমনই পাহাড়ে বেড়াতে গেলে সেখানকার খাবার সবথেকে বেশি চেষ্টা দেখতে মন চায় তা হল মোমো। পাহাড় আর মোমোর মেলবন্ধন যেন আদি ও অকৃত্রিম। তবে পাহাড়ি মোমো চেষ্টা দেখার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার আরও স্থানীয় খাবার রয়েছে যা না খেলেই নয়। বলা ভালো এমন কিছু খাবার যা কিনা পাহাড়ে তো বটেই নেপালের বাসিন্দাদের সংস্কৃতির সঙ্গে

খাবারের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। বাজার থেকে কেনা প্রিজারভেড টা ভেঙা প্যাকেটজাত নয় বাড়িতেই এবার বানিয়ে নিতে পারেন ক্যামের মতো খাবার আপনার পছন্দের ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। কীভাবে বাড়িতেই ‘ফ্রেঞ্চ ফ্রাই’ বানাবেন পরের জানিয়ে দেব।

OFFICE OF THE BOARD OF ADMINISTRATORS
BUNIADPUR MUNICIPALITY

e-TENDER
Tender are hereby invited from the eligible contractors/suppliers for the different works as specified in **NIT No.-1896/BPM/N-201/2025, NIT No.-1897/BPM/N-202/2025, NIT No.-1898/BPM/N-203/2025, NIT No.-1899/BPM/N-204/2025, NIT No.-1900/BPM/N-205/2025, NIT No.-1901/BPM/N-206/2025, NIT No.-1902/BPM/N-207/2025, Dated-08/11/2025, (Closing date-01/12/2025, 02.00 PM.** For details please contact the office of the Chairperson, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.

Sd/- Chairperson,
Buniadpur Municipality

Name Change

I, Torikul Islam Mondal, D/o- Ruma Bibi, Resident at, Vill-Kankuria, Po-Jarur, Raghunathganj, Murshidabad, West Bengal, Dist., West Bengal, 742335. I have changed my name from Torikul Islam Mondal to Raikul Mondal, I shall be known as Raikul Mondal vide Affidavit sworn before the Natyory on 07/11/2025 Raikul Mondal and Torikul Islam Mondal is same and one identical person.

Name Change

I, Alia Begam (Old Name) W/O-Fazlur Rahaman residing at Vill-Gakunda , P.O-Gaigharpara , PS-Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742102 do hereby declared that I have changed my name from Alia Begam to Aleya Bibi and henceforth I shall be known as Aleya Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/11/2025. My name Aleya Bibi & Alia Begam both are same and one identical person.

ভাইয়ের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানানো তেজপ্রতাপ

Name Change

I, Abusamar Mondal (Old Name) S/O-Alimuddin resident of Vill- Mialantala , Po- Baitpur, Ps-Karimpur , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741152 do hereby declared that I have changed my name from Abusamar Mondal to Abusamar Mandal and henceforth I shall be known as Abusamar Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/11/2025. My name Abusamar Mandal & Abusamar Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Golam Mohammad Sk (Old Name) S/O-Manu Sekh residing at Vill-Salar Kazi Para , P.O-Salar , PS-Bharatpur II , Murshidabad, West Bengal 742401 do hereby declared that I have changed my name from Golam Mohammad Sk to Golam Mohammad and henceforth I shall be known as Golam Mohammad (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/11/2025. My name Golam Mohammad & Golam Mohammad Sk both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Tamonas Ghosh mother of Aparajita Ghosh, সাং- Gohalbari, Kagram, Bardhaman, W.B, আমার বাথ সাটিফিকেটে ভুল বসতে আমার ও আমার মায়ের নাম আছে Tamonash Ghosh, mother of Arpita Ghosh J.M. (1 Class) at Nabadwip, N.Dia -এর ১৮.১০.২০২৫ তারিখের ৪৪২১ নং Affidavit দ্বারা আমি যোথানা করিতেছি যে Tamonas Ghosh mother of Aparajita Ghosh and Tamonash Ghosh, mother of Arpita Ghosh এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change

I, AVIMANNA ROY (Old Name) S/O RADHESHYAM ROY Residing at 104 Swanjy Pally, P.O.-Birati, District - North 24 Parganas, Pin - 700051, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as AB-HIMANYA ROY (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 4, Dated 24-10-2025. AVIMANNA ROY (Old Name) and ABHIMANYA ROY (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, TUMPA RAY (Old Name) D/O ABHI-MANYA ROY Residing at 104 Swanjy Pally, P.O.-Birati, District - North 24 Parganas, Pin - 700051, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as TUMPA ROY (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 4, Dated 24-10-2025. TUMPA RAY (Old Name) and TUMPA ROY (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Upal Tikadar (old name) son of Gopal Tikadar, residing at Vill: Hariharpur, P.O & P.S - Bagdah, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743232, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Upal Tikadar (new name) as declared before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas, vide affidavit No. 6210 dated 29/10/2025. Upal Tikadar and Upal Tikadar both are same and one identical person.

Name Change

I, Ajay Choudhary (old name) son of Vijay Kumar Choudhary, residing at 37, Dr. Abani Dutta Road, Sarkia, Howrah - 711106, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ajay Kumar Choudhary (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide Affidavit No. 362025 dated 03/11/2025. Ajay Choudhary (old name) and Ajay Kumar Choudhary (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Gopal Tikader(old name) son of Late Dhiren Tikadar, residing at Vill: Hariharpur, P.O & P.S - Bagdah, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743232, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Gopal Tikader (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No. 12 dated 04/11/2025. Gopal Tikader (old name) and Gopal Tikader (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Subal Chandra Mandal (Old Name) S/O- Jain Mandal resident of Dhananjay, Dhananjaypur , Nakashipara, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741126 do hereby declared that I have changed my name from Subal Chandra Mandal to Subal Mandal and henceforth I shall be known as Subal Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Subal Mandal & Subal Chandra Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Atikur Rahaman Biswas (Old Name) S/O- Abu Taher Biswas resident of Pipulkhola , Ghaghatapara , Thanarpara, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741152 do hereby declared that I have changed my name from Md Atikur Rahaman Biswas to Atikur Rahaman Biswas and henceforth I shall be known as Atikur Rahaman Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/11/2025. My name Atikur Rahaman Biswas & Md Atikur Rahaman Biswas both are same and one identical person.

Name Change

I, Tusar Roy (Old Name) S/O-Totan Roy resident of Kuchudanga, Fulkhali, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741158 do hereby declared that I have changed my name from Tusar Roy to Tushar Roy and henceforth I shall be known as Tushar Roy (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/11/2025. My name Tushar Roy & Tusar Roy both are same and one identical person.

পাটনা, ৯ নভেম্বর (হি.স.)ঃ ভাই তেজস্বী প্রসাদের জন্মদিনে রবিবার দাদা তেজপ্রতাপ বললেন, ভাইয়ের জন্মদিনে অনেক শুভেচ্ছা থাকল।

Name Change

I, Susit Das (Old Name) S/O-Manoranjan Das residing at Vill-Betai South Jitpur , PO-Betai , PS-Tehatta , Nadia, West Bengal 741165 do hereby declared that I have changed my name from Suriya Mallick to Surya Mallick and henceforth I shall be known as Surya Mallick (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/10/2025. My name Surya Mallick & Suriya Mallick both are same and one identical person.

Name Change

I,MUNIRA BEGUM (OLD NAME) W/O SEKH ANWAR HUSSAIN , RESIDING AT, VILL - PANCHGHARA PASCHIMPARA, P. O - PANCHGHARA BAZAR , P. S - CHANDITALA, DIST - HOOGHLY - 712306. W.B. INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH ANWAR HUSSAIN (NEW NAME), AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, Dt.07/11/2025. SEKH ANWAR HUSSAIN (NEW NAME) AND SHAIKH ANWAR ALI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

Name Change

I RAHAMATULLA SARDAR S/O NOOR ISLAM SARDAR, residing at Vill-Ramchandrapur (hasanpur), P.O & P.S-Sonarpur, South 24 Parganas-700180, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as RAHAMATULLA SARDAR as declared before the Ld. 1st class Judicial Magistrate at Baranpur vide affidavit no. 9523 and dated 04/11/2025. RAHAMATULLA SARDAR and RAHAMTULLA SARDAR both are same and identical person.

Name Change

I, MD RUHUL AMIN SARDAR S/O ABDUL KARIM SARDAR Residing at 0025 Panitar Khajpur Para , P.S-Basirhat, District - North 24 Parganas, Pin - 743292, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as RUHUL AMIN SARDAR as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 07-11-2025. MD RUHUL AMIN SARDAR and RUHUL AMIN SARDAR both are same and identical person.

Name Change

I, Barkuti Bibi (Old Name) W/O-Naimuddin Sekh resident of Vill-Bangara , Po-Bholidanga , Ps-Nakashipara , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741126 do hereby declared that I have changed my name from Barkuti Bibi to Barkati Sekh and henceforth my name shall be known as Barkati Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/08/2025. My name Barkati Sekh & Barkuti Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Naimuddin Sk & Nyomuddin Sk (Old Name) S/O- Achheruddin Sekh resident of Vill-Bangara , Po-Bholidanga , Ps-Nakashipara , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741126 do hereby declared that I have changed my name from Naimuddin Sk & Nyomuddin Sk to Naimuddin Sekh and henceforth my name shall be known as Naimuddin Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/08/2025. My name Naimuddin Sekh (new name) & (old name) Naimuddin Sk & Nyomuddin Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Julema Bibi (Old Name) W/O-Sauful Sk resident of Vill & Po-Beunchitala , Ps-Daulatabad , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Julema Bibi to Julekha Bibi and henceforth I shall be known as Julekha Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/11/2025. My name Julekha Bibi & Julema Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Jannatunnesha Khatun @ Jannatinrisha Khatun @ Jannatinissa Begum D/O- SK Jamaluddin resident of Vill-Paraj, P.O.- Paraj, P.S.- Galsi, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713403, shall henceforth be known as 'JANNATUNNESHA BEGUM' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 07/11/2025. That Jannatunnesha Khatun, Jannatinissa Begum and Jannatunnesha Begum all are same and one identical person.

Name Change

I , Sahar Ali Mollick S/O- Saukat Ali Mollick @ Soukat Ali Mallick resident of Vill- Telsara, P.O.- Rasulpur, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713151, shall henceforth be known as 'SAHAR ALI MALLICK' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 07/11/2025. That Sahar Ali Mollick and Sahar Ali Mallick both are same and one identical person.

Name Change

I, Saukat Ali Mollick S/O- Golam Ehiya Mallick resident of Vill- Telsara, P.O.- Rasulpur, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713151, shall henceforth be known as 'SOUKAT ALI MALLICK' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 07/11/2025. That Saukat Ali Mollick and Soukat Ali Mallick both are same and one identical person.

Name Change

I, Sekh Abul Hossain S/O- SK Abul Kalam resident of Vill- Kshetia, P.O.- Kshetia, P.S.- Dewandighi, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713102, shall henceforth be known as 'SK ABUL HOSSAIN' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 07/11/2025. That Sekh Abul Hossain and SK Abul Hossain both are same and one identical person.

Name Change

I, SK Abul Hossain, S/O- SK Abul Kalam, resident of Vill- Kshetia, P.O.- Kshetia, P.S.- Dewandighi, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN- 713102, that my son name is wrongly written as 'SEKH SAHANAZ' in the PASSPORT, but actual/correct Name is 'SK SAHANAZ' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 07/11/2025. That SEKH SAHANAZ and SK SAHANAZ is the same and one identical person.

Name Change

I, Suriya Mallick (Old Name) S/O-Kamal Mallick residing at Vill-Audia , PO-Tarakganj , PS-Murulia , Nadia, West Bengal 741165 do hereby declared that I have changed my name from Suriya Mallick to Surya Mallick and henceforth I shall be known as Surya Mallick (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/10/2025. My name Surya Mallick & Suriya Mallick both are same and one identical person.

Name Change

I,SHAIKH ANWAR ALI (OLD NAME) S/O LATE SK SARABAT ALI , RESIDING AT, PANCHGHARA MUSLIMPARA , P. O - PANCHGHARA BAZAR , P. S - CHANDITALA, DIST - HOOGHLY - 712306. W.B. INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH ANWAR HUSSAIN (NEW NAME), AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, Dt.07/11/2025. SEKH ANWAR HUSSAIN (NEW NAME) AND SHAIKH ANWAR ALI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Islam Ali (Old Name) S/o Sekh Mazid Residing at Ali Hyder Road, P.o+P.s - Titagarh, District - North 24 Parganas, Pin - 700119, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Islam (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 07-11-2025. Islam Ali (Old Name) and Md Islam (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Kaniz Fatma (Old Name) W/o Sk Nizamuddin Residing at 24/4/6 Kabiritha Sarani, P.o.- Khiddipore, P.s - Walgunge, District - Kolkata, Pin - 700023, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Kaniz Fatma (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 07-11-2025. Kaniz Fatma (Old Name) and Kaniz Fatma (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Kamal Hossain Khan (Old Name) S/o Nurislam Khan Residing at Vill - Singberia, P.o - Panchangam, P.s - Diamond Harbour, District - South 24 Parganas, Pin - 743368, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Kamal Hossain Khan (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 07-11-2025. Md Kamal Hossain Khan (Old Name) and Kamal Hossain Khan (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Nur Islam Khan (Old Name) S/o Hamid Khan Residing at Vill - Singberia, P.o - Panchangam, P.s - Diamond Harbour, District - South 24 Parganas, Pin - 743368, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Nurislam Khan (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 07-11-2025. Md Nur Islam Khan (Old Name) and Nurislam Khan (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Monoranjan Adhikary (Old Name) S/o Manik Adhikari Residing at Uttar Jharpardah Ramkrishna Pally, P.o - Uttar Jharpardah, P.s - Domjur, District - Howrah, Pin - 711405, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Monoranjan Adhikari (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 07-11-2025. Monoranjan Adhikary (Old Name) and Monoranjan Adhikari (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Nani Gopal Biswas (Old Name) S/o Ananda Biswas Residing at Vill - Kadaranga, P.o - Asharu, P.s - Bagda, District - North 24 Parganas, Pin - 743251, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Monoranjan Adhikari (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 07-11-2025. Nani Gopal Biswas (Old Name) and Nani Gopal Biswas (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Kevin Xavier (Old Name) S/o Maurice Jude Xavier Residing at 9/H/2, Ismail Street, P.o+P.s - Entally, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Kevin Joseph Xavier (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 07-11-2025. Kevin Xavier (Old Name) and Kevin Joseph Xavier (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sanjoy Kumar Shaha Banik (Old Name) S/o Late Panchanan Shaha Banik Residing at 92/2, Makaltalla Lane, P.s - Uttarpara, District - Hooghly, Pin - 712232, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sanjay Kumar Shaha Banik (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 03-11-2025. Sanjoy Kumar Shaha Banik (Old Name) and Sanjay Kumar Shaha Banik (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Shymal Kumar Roy (পুরাতন নাম) 56/৪B,

ক্যানিং এ দুটি প্থক পথ দৃর্ঘটনায় মৃত দুই, আহত এক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,ক্যানিং,৯ নভেম্বরঃ শনিবার বিকালে পৃথক দুটি পথ দৃর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুজনের। পাশাপাশি এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন ১ জন। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করেছে। রবিবার মরনা তদন্তের জন্য পাঠানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল। জানা গিয়েছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত ৬ নম্বর সোনাখালির বাসিন্দা পেশায় মোটর চালিত ইঞ্জিন ভানি চালক মামুন লস্কর,বয়স ৩৫। এদিন দুপুরে নিজের বাড়ির কাছেই আচমকা ইঞ্জিনভানি উল্টে গিয়ে চাপা পড়েন। গুরুতর জখম হয় মামুনা নিকট আত্মীয়রা তাকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষনা করেন। অন্যদিকে এদিন ক্যানিং বারুইপুর রোডের বেতরেডিয়া ছয়ানি সংলগ্ন এলাকায় বাইক ও টোটোর সংঘর্ষে মৃত্যু হয় সুরজিত মন্ডল,বয়স ৩৫ নামে এক যুবকের। মৃতের বাড়ি জীবনতলা থানার অন্তর্গত সৌদহ সংলগ্ন গোপপুর্ন এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন বিকালে জর্মনেক টোটো চালক রাজেশ মন্ডল টোটো নিয়ে ছয়ানি থেকে বারুইপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় অপর দিক থেকে আসছিল একটি বাইক। আচমকা দুটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় টোটো ও বাইক চালক। স্থানীয় পথচারীরা তাদের কে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে বাইক চালক সুরজিত মন্ডল কে মৃত বলে ঘোষনা করেন চিকিৎসকরা।

আধুনিক পদ্ধতিতে জমি জরিপের কর্মশালা হাসনাবাদে

সৌরভ দাশ,হাসনাবাদ, ৯ নভেম্বর : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা ও বসিরহাট মহকুমা ল্যান্ড সার্ভেয়ার ইউনিয়নের তরফে আধুনিক পদ্ধতিতে জমি মাপজোকের পাঠ নিতে বিশেষ কর্মশালায় আয়োজন হাসনাবাদে। হাসনাবাদ বিডিও অফিস সংলগ্ন স্থানে শনিবার এই কর্মশালায় হাজির হন মহকুমার প্রায় পঞ্চাশ জন সার্ভেয়ার। আগামীদিনে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে সম্পূর্ণ স্যাটেলাইট মাধ্যমে এই মাপজোকের কাজ হবে, তারই প্রস্তুতি হিসাবে সকল আমিন কে এই বিষয়ে পারদর্শী করে তুলতে আগে থেকেই এই কর্মশালায় আয়োজন। কর্মশালা শেষে অল বেঙ্গল ফেল্ডারেশান অফ ল্যান্ড সার্ভেয়ার ইউনিয়ানের সহ সভাপতি ও মহকুমা সার্ভেয়ার ইউনিয়নের সভাপতি আসাদুজ্জামান বলেন তারা আগে যেভাবে মাপজোক হতো আগামীদিনে সেভাবে হবেনা,তাই ই ডিজিটাল পদ্ধতিতে মাপজোকের বিষয়ে আলোচনা চকু আয়োজন করা হয়েছে। জানান ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে বেসরকারী আমিন বন্ধুদের স্বল্পোজগার স্বাবলম্বী করতে ও আগামীদিনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কিতে ছাড়া এয়ার টু এয়ার মাপজোকের কাজ শুরু হওয়ার আগে থেকেই সকলকে এই বিষয়ে অবগত করতে এই উদ্যোগে জানান অল বেঙ্গল ফেল্ডারেশান অফ ল্যান্ড সার্ভেয়ার ইউনিয়ানের সহ সভাপতি ও মহকুমা সার্ভেয়ার ইউনিয়নের সম্পাদক প্রশান্তকুমার সরকার।

যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড অনলাইনে রিচার্জ করার সুবিধা প্রদানে ক্যাম্প

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : মেট্রো রেলওয়েতে চালু করা বিভিন্ন ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি যাত্রীদের কাছে পরিচিত করার জন্য এবং টিকিটিংয়ে ডিজিটাল নেনদেনের অংশ বাড়ােনোর জন্য, অরাজ ০৮.১১.২০২৫ তারিখে ব্লু লাইন, গ্রিন লাইন এবং ইয়েলো লাইনের সমস্ত স্টেশনে মেট্রো কর্মীদের দ্বারা বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। এই ক্যাম্পগুলিতে, মেট্রো ব্যবহাককারীদের উন্নত ‘Amar Kolkata Metro’ অ্যাপ, HDFC স্মার্ট গেটওয়ে সহ অতিরিক্ত পেমেন্ট সুবিধা এবং Google Play Store (Android) এবং App Store (iOS) থেকে এটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন সে সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল। মেট্রো কর্মীরা তাদের এটি ব্যবহারের পদ্ধতিও দেখিয়েছিলেন। UPI পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিটং সিস্টেমের সাহায্যে মেট্রো যাত্রীদের ASCRM মেশিনের মাধ্যমে টোকেন কিনতে এবং তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জকিনতেও সহায়তা করা হয়েছিল। তারা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্থানান্তরিত হতে এবং টোকেন, মোবাইল ভিত্তিক কিউআর কোড টিকিট, স্মার্ট কার্ড কেনা এবং রিচার্জ করার স্মার্ট উপায় গ্রহণে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছে। তারা দৃঢ়ত খুশি কারণ এই ডিজিটাল পদ্ধতি তাদের মূল্যবান সময় বাঁচাতে সাহায্য করছে কারণ তাদের রিচার্জ বা স্মার্ট কার্ড বা টিকিট কেনার জন্য বুকিং কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে না।

নবদ্বীপ পুরসভার উদ্যোগে আয়োজিত হল নবম বর্ষ রাস কার্নিভাল

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ৯ নভেম্বর : নবদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী ও বৈচিত্রময় রাসযাত্রা উৎসবে সর্বপ্রথম দুর্দিন ব্যাপী আড়ং বা শোভাযাত্রা শেষ হতে না হতেই পুরসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় নবম বর্ষ রাস কার্নিভাল। শহরের ব্যস্ততম এলাকা পোড়ামাঠা মােড়ে শ্রী শ্রী সৌদার মহাপ্রভুর প্রতিকর্মে মালদান ও ফিতে কেটে আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিধায়ক পুন্ড্রীকাক্ষ সাহা। রাস কার্নিভালের সূচনাকালে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, অন্যতম উদ্যোক্তা পূরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা,ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আঞ্চিকারিক মনীশ নন্দী,উপ-পূরপিতা শচীন্দ্র বসাক,নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি তাপস ঘোষ,নবদ্বীপ সৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের কার্যকরী সভাপতি সুদীন গোস্বামী,প্রেম গোপাল গোস্বামী, কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী,বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক জনাব সিরাজুল ইসলাম সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ,এদিন পুরসভা পরিচালিত নবম বর্ষ রাস কার্নিভালে ঘোষপাড়া পঞ্চদশ পল্লী পরিচালিত শ্রী শ্রী গঙ্গা মাতা পুজো কমিটি সহ মোট ১৫ টি ক্লাব বা বারোয়ারী পরিচালিত বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিমা নিয়ে রাস কার্নিভালে অংশ নেয়। কার্নিভালে উপস্থিত হাজার হাজার দর্শকদের সামনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে রাজ্য সরকারের সরকারি জনমুখী প্রকল্প সহ বিভিন্নভাবে ট্যাবলো সাজিয়ে উপস্থিত দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন কার্নিভালে অংশ নেওয়া ১৫ টি রাস বারোয়ারি কমিটি। এদিন রাস কার্নিভালে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার ঘোষপাড়া পঞ্চদশপল্লী গঙ্গা মাতা পুজো কমিটি বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও দর্শকদের চমক দিতে দৃষ্টিনন্দন বিভিন্ন ট্যাবলোর পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতীকী হাতে দেশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প তুলে ধরেন। এছাড়াও একশো জনেরও বেশি মৃত্যুা সম্প্রদায়ের মানুষ আনুষ্ঠানিক পঞ্চদশপল্লীর কার্নিভালে অংশ নেন। অংশ নেওয়া মৃত্যুাদের হাতে এসআইআর সংক্রান্ত প্ল্যাকার্ড দেখা যায়। প্ল্যাকার্ডে ছিল আমরা ভারতীয়,ভারতেই থাকতে চাই। পাশাপাশি জমকালো আলোকসজ্জা ও দৃষ্টিনন্দন নৃত্য এবং সদুর কেরল রাজ্যের বাদ্যযন্ত্র দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়। এদিন ঘোষপাড়া পঞ্চদশপল্লী ছাড়াও অংশগ্রহণকারী অন্যান্য ১৪ টি ক্লাব বা বারোয়ারী নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে জান্ত্যুবা ট্যাবলো সহ বিভিন্ন দর্শনশী দর্শনাধীদেের সামনে তুলে ধরেন। অপরদিকে রাস কার্নিভালে অংশ নেওয়া ১৫ টি ক্লাব বা বারোয়ারী তাদের প্রদর্শনী কতটা দর্শনাধীদের কাছে গ্রহযোগ্য হল তা বিচার করেতে পুরসভার পক্ষ থেকে ৫ টি ক্যাম্পে বিচারকদের রাখা হয়। সেখানে ২০২৫ রাস কার্নিভালে প্রথম,দ্বিতীয়ও তৃতীয় স্থান লাভ করা বারোয়ারীদের পুরসভার তরফে পুরস্কৃত করা হবে ২০২৬ সালে।

কালনার রাস্তায় যত্রতত্র ছড়িয়ে এনুমারেশন ফর্ম -সংগ্রহ করতে গিয়ে আটক বিজেপি বিএলএ!

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান,৯ নভেম্বর : কালনার হাট কালনা পঞ্চায়েতের উত্তর গোয়ারা এলাকার মণ্ডলপাড়া লাগোয়া রাজ্য সড়কে সাতসকালে তীব্র চাঞ্চল্য। রাস্তা থেকে উদ্ধার হয়েছে মোট ২৭টি এনুমারেশন ফর্ম। স্থানীয় সূত্রে খবর, রাস্তায় বেশ কিছু কাগজ পড়েছিল। বিজেপির বিএলএ কাশীনাথ মণ্ডল সেই কাগজগুলি দেখে কুড়িয়ে নেন। কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা তাকে ওই কাগজ কুড়াতে দেখে জিজ্ঞাসা করেন, সেগুলি কীসের কাগজ? জানা যায়, সেগুলি দক্ষিণ দিনাজপুরের জগন্নাথবাটি এলাকার এনুমারেশন ফর্ম। এরপরের স্থানীয় বাসিন্দারা সেই ফর্ম তাকে পুলিশের কাছে জমা দিতে বেলো। রাস্তায় এনুমারেশন ফর্ম উদ্ধার হওয়ার খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কালনা থানার পুলিশ। এনুমারেশন ফর্মগুলি উদ্ধার করে বিজেপির বিএলএ কাশীনাথ মণ্ডলকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। বিজেপির বিএলএ পুলিশকে জানান, তিনি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ফর্মগুলি দেখতে পান, প্রশাসনকে জমা দেবেন বলে সেগুলি তুলে নিয়েছিলেন। ঘটনাকে খিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরঙ্গ স্ফুর হয়েছে। তৃণমূলের জেলা INTUC পুলিসের সন্দীপ বসুর প্রতিক্রিয়া,

২০০২ সালের তালিকায় নাম নেই, এসআইআর আতঙ্কে কালনার প্রৌঢ় হৃদরোগে আক্রান্ত!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা,৯ নভেম্বর : এসআইআর-এর আবেহে রাজো একের পর এক মৃত্যুর অভিযোগ উঠতে থাকায় শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক। এই পরিস্থিতিতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কালনার বাসিন্দা ক্ষিতীশ শর্মা। পরিবারের অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়া ঘোষণার পর থেকেই তিনি আতঙ্কে ছিলেন এবং মানসিক চাপের কারণে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গাড়ি চালাবেন সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন। বর্তমানে বাড়িতে শয্যাশায়ী অবস্থায় রয়েছেন ক্ষিতীশ শর্মা। নুন আনতে পাঠা ফুরানো পরিবারের একমাত্র রেজকগেরে তিনি ছিলেন, তাই পরিবার চরম সমস্যায় পড়েছে। সরকারি সাহায্যের জন্য শনিবার তারা ব্লক প্রশাসনের দারস্থ হন। ইতিমধ্যেই পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন পুরকর্তাৱা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে কালনার মহাপ্রভু পাড়া এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকেন ক্ষিতীশ শর্মা। পেশায় গাড়িচালক। তাঁর উপরে নির্ভর করে চলে দুই মেয়ে, স্ত্রী। পরিবারে রয়েছেন আরও কয়েকজন

২০০২-এর তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও কমিশনের পোর্টালে নাম উধাও, দুর্গাপুরে আতঙ্কিত ২৯১ ভোটার!

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর,৯ নভেম্বর : ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও কমিশনের পোর্টালে অদেকের নাম উধাও। এদিকে, এসআইআর আতঙ্কে রাজ্যের একাধিক বাসিন্দার মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে বিপাকে পড়েছেন দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার ৪১ জন ভোটার। জানা গেছে, এই বিধানসভার ২৯১ জনের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নেই। রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার অভিযোগ করেছেন, ভোটারদের নাম ঘোর চক্রান্তের মাধ্যমে বাদ দেওয়া হচ্ছে এবং তিনি নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করছেন। এসআইআর খিরে তোলাপাড় রাজ্য রাজনীতি। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ‘ ‘ চেষ্টার’ মতো গুরুতর অভিযোগ উঠছে। রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদে মনোছে শাক দল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআরের প্রতিবাদেদের কলকাতার রাজপথে মিছিলও করবেন। দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা এলাকাত্বেও নাম নেই ২৯১ জনের। নতুন করে আটকদের সৃষ্টি হয়েছে দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার ভারতী

সদস্য। একদিকে মেয়েদের পড়াশোনার খরচ অন্যদিকে সংসার চালানো সবটাই একছাতেই সামলাতে ক্ষিতীশবাবু। পরিবারের



দাবি, ২০০২ সালের ভোটের তালিকায় ক্ষিতীশবাবুর নাম নেই। তাঁর বাবা-মা ছোটবেলায়, মারা যাওয়া় তাদেরও নাম পাচ্ছেন না। যা নিয়ে ক্রমশ বাড়তে থাকে আতঙ্ক, মানসিক চাপ! এই পরিস্থিতিতে গত ২৯ শে অক্টোবর গাড়ি চালানো অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হন ক্ষিতীশ শর্মা। তড়িঘড়ি

চাপে পড়ে আমাদের কর্মীকে আটক করেছে। আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাই।



প্রশাসনের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, উত্তর দিনাজপুর প্রশাসনের পক্ষ থেকে কলকাতা থেকে বালুরঘাট যাওয়ার পথে কিছু এনুমারেশন ফর্ম দূর্ঘটনাবশত রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল। পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে। কালনার এসডিপিও রাকেশ কুমার চৌধুরী জানিয়েছেন, এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে এবং কীভাবে ফর্মগুলি রাস্তার ধারে এল তা যাচাই করা হচ্ছে।

এসআইআর-র আবহে বাংলাদেশ পাঠানোর হুমকি,মোট টাকার তোলাবাজি!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ নভেম্বর : টাকা না দিলে ভোটার তালিকা থেকে নাম কেটে দেওয়ার হুমকি দিয়ে এক কাঠ ব্যবসায়ী ও তার কর্মচারীর কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপি সমর্থিত এক ইউটিউবারের বিরুদ্ধে। পরে প্রেগ্ধারির ভয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই টাকা ফেরত দিয়েছেন। এসআইআরের আবহে, ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির কোমর্গরে,টাকা না দিলে ভোটার তালিকা থেকে নাম কেটে নেওয়ার হুমকি দিয়ে এক কাঠ ব্যবসায়ী ও তার কর্মচারীর কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপি সমর্থিত এক ইউটিউবারের বিরুদ্ধে। পরে প্রেগ্ধারির ভয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই টাকা ফেরত দিয়েছেন। এসআইআরের আবহে, ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির কোমর্গরে। হুগলির রিঘড়া এলাকায় কাঠের ব্যবসা করেন স্থানীয় বাসিগদা। বছর দুয়ের আগে কাজের প্রয়োজনে এক যুবককে দোকানে রাখেন ব্যবসায়ী। সেই কর্মচারী যুবককে বাংলাদেশি বলে দাবিগে তার থেকে এক ইউটিউবার ৪০ হাজার টাকা চান বলে অভিযোগ উঠেছে। সূত্র মারফত খবর, এই অভিযুক্ত ইউটিউবার বিজেপি আইটি সেলের ঘনিষ্ঠ। পরে ১৫ হাজার টাকা নেন বলে অভিযোগ। কানাইপুর পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ জানাতে যান প্রতারিতা। তবে পরে অভিযুক্ত ব্যক্তি টাকা ফেরত দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। একই সঙ্গে অভিযোগ উঠছে ওই ব্যক্তির কাঠের দোকানে এক বাংলাদেশি যুবক কাজ করতেন। ঘটনার পর থেকে যুবকের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এই যুযোগকেই হাতিয়ার করে ইউটিউবার টাকা হাতিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন দোকান মালিক। তিনি বলেন, কোনও বাংলাদেশি ছেলে আমার কাছে থাকত না। ছেলোট আমাকে বলেছিল ওঁর বাড়ি বারাসতে। ওকে এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশকে বিষয়টি জানিয়েছি। থানা খতিয়ে দেখছে। তৃণমূলের এক স্থানীয় নেতা বলেন, মোবাইল নিয়ে যে কেউ চলে আসছে। সাংবাদিক বলে পরিসর দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে। তোলাবাজি করছে। এদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নিক।

কার্ড ও কিউআর কোডে লেনদেন বাড়ায় নগদ কম,পকেটমারদের কামাই কম, প্রেগ্ধার ৩৫ !

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ নভেম্বর : একটি ১০ টাকার জলের বোতল কিনতেও অনেকেই অনলাইনে পেমেণ্ট করছেন। নগদ সঙ্গে রাখার প্রয়োজন পড়ছে না। শহর তো বটেই, এখন গ্রামেও দোকানদোকানে কিউআর কোড দেখা যাচ্ছে। ফলে পকেটমাররা মহাফাঁপে পড়েছেন-মানবি্যাগ থেকে ৫০ বা ১০০ টাকার বেশি হাত লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে পকেটমারদের জীবনে এখন ঘোর অন্ধকার! এই অবস্থায় তাঁরা বড় বড় মেলাকে ‘টাগেট’ করছেন, যেখানে এখনও বিপুল সংখ্যায় নগদে লেনদেন হয়। মানুষ সঙ্গে করে ক্যাশ নিয়ে আসেন। বোল্লা কালীপুজোয় শুধুমাত্র দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা নয়, গোটা উত্তরবঙ্গ থেকে মানুষ আসেন। পুজো উপলক্ষ্যে বসে মেলা। তিল ধারণের জায়গা থাকে না। এ বারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

বরং ভিড উত্তরোত্তর বাড়ছে। আর এই সুযোগে বোল্লায় ঢুকে পড়েছে ভিন রাজ্যের পকেটমারদের ‘গ্যাং’। রীতিমতো দল বেঁধে প্ল্যান ছকে ‘এরিয়া’ ভাগ করে পকেট কাটতে শুরু করেছেন তাঁরা। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে শনিবার খবর লেখা পর্যন্ত এমন ৩৫ জন পকেটমারকে প্রেগ্ধার করেছে পুলিশ। তাপূর্ণপূর্ণ বিষয়, এদের মধ্যে ২২ জন মহিলা। রয়েছে শিশুও। ধৃতদের শনিবার বালুরঘাট জেলা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত

এদের মধ্যে ২২ জন মহিলা। রয়েছে শিশুও। ধৃতদের শনিবার বালুরঘাট জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

ধৃতদের কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত



নগদ ৪৫ হাজার টাকা এবং সোনার গয়না উদ্ধার হয়েছে। বোল্লাপুজোয় পকেটমারি আগেও হতো। বিশেষ করে বাংলাদুশ থেকে বহু লোক আসতেন শুধুমাত্র হাত সাফইয়ের উদ্দেশ্যে। ফি বছরে বাংলাদেশি পকেটমার ধরা পড়ার ঘটনা জলভাত ছিল। কিন্তু এ বারে এখনও পর্যন্ত কোনও বাংলাদেশি ধরা পড়েননি বলে জানিয়েছে পুলিশ। বরং পড়শি রাজ্য বিহার থেকেই গ্যাং ঢুকেছে বলে মনে করা হচ্ছে। যাঁরা প্রেগ্ধার হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই

বেড়াচ্ছে, সেটা নিয়েও পুলিশ কোনও ধারণায় পৌঁছতে পারেনি। তবে নজরদারিতে কোনও খামতি থাকছে না। মগ্ধির চত্বরে পকেটমারি রুপতে পুলিশের বিশেষ টিম রয়েছে। এই টিম মূলত পকেটমার ধরতে পারদর্শী। দলের সদস্যদের বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। দলটিই পকেটমারদের ধরেছে। ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ জানিয়েছেন, গোটা এলাকায় প্রায় ২ হাজার পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।

হাইকোর্টের নির্দেশে ডান্সিং গ্রাউন্ড সরাতে হবে, প্রতিবাদে এলাকা বন্ধ!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ নভেম্বর : জনবহুল এলাকায় ডান্সিং গ্রাউন্ডের বিরুদ্ধে মানববন্ধন এবং স্মারকলিপি প্রদানের পরও জলপাইগুি়া পুরসভা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমিতে বর্জ্য ফেলা বন্ধ করেনি। বরং তারা ওঁ্ড এলাকা খিরে মোটিস বোর্ডও বুলিয়ে দিয়েছে। এলাকাবাসীর প্রতিবাদ ছাপা হয় কাগজের পাতায়। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্ের বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য পরিস্কার জানিয়েছেন, কোনও অবস্থায় ব্যক্তিগত জমিতে ডান্সিং গ্রাউন্ড করতে পারবে না পুরসভা। সেই সঙ্গে সীমানা প্রাচীর এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য যে বোর্ড লাগানো হয়েছিল, সেটাও খুলে ফেলতে হবে। পূরপ্রধান পরিষদের সদস্য কাউন্সিলার সন্দীপ মাহাতাও এ দিন বলেন, ‘ওই



এলাকায় থাকা খাসজমিতে এ বার ডান্সিং গ্রাউন্ড করবে পুরসভা।’ পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার দেবদুলাল পাত্র বলেন, ‘আবর্জনা কোন জায়গায় ফেলা হবে, আলোচনার জন্য সোমবার মশা-মাছির উপাত্ত ও দুর্গন্ধের কারণে পুরসভার এই কাজে প্রতিবাদ করেন স্থানীয়রা। তখনপুর কর্তৃপক্ষ জানান, কিছু দিনের জন্য ওই জমি ব্যবহার করা হবে।

কোচবিহারে এসে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে কথা বললেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব

শিল্পী দত্ত কোচবিহার ৯ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ সফরে রয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। অন্যদিকে রবিবার কোচবিহারে এলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সংসদ বিপ্লব কুমার দেব। রবিবার সকালে কোচবিহারের প্রান্তরে তাঁরু মদন বাড়িতে পুজো দিয়েই তিনি জেলা কার্যালয় বিশেষ সন্মেলন করেন। দীর্ঘদিন বাদে আবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখতে পাওয়া গেল প্রাক্তন দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কোচবিহারে আসাকে কেন্দ্র করে প্রচুর মনোমর্থক ভিড জমিয়েছিল কোচবিহার বিজেপি সদর কার্যালয়ে। বৈঠকের পাশাপাশি বিপ্লব দেব কথা বলেন দলের যেসব কর্মীরা তৃণমূলের কংগ্রেসের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের সঙ্গে। কয়েকদিন আগে মাথাভাঙ্গায় এসআইআর এর কাজ করছে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিল বিজেপির ক্লাক২ নিবাস দাস। রবিবার নিবাস দাসের সঙ্গে কথা বলেন বিপ্লব দেব।

বেলডাঙায় উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র, ধৃত এক

মুর্শিদাবাদ, ৯ নভেম্বর (হি.স.)ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৪টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৪টি কার্তুজ উদ্ধার করল মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থানার পুলিশ। এই ঘটনায় কাজল শেখ নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের বাড়ি বেলডাঙা থানার জালালপুর গ্রামে। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, কারবারের জন্য এই আগ্নেয়াস্ত্র সে জমা করে রেখেছিল। শনিবার রাতে ধৃতের বাড়ি বেলডাঙায় উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র, ধৃত এক থেকে এগুলি উদ্ধার হয়।

উল্লেখ্য, এর আগে চলতি বছরের জুলাই ও আগস্ট মাসে মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ লাগাতার অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে উদ্ধার করে ১৬৫টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৪৮০টি কার্তুজ। বিভিন্ন রকম অসামাজিক কাজকর্ম করার উদ্দেশ্যে মুষের থেকে এই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আসা হচ্ছিল বলে জানা গিয়েছিল সে সময়।

হাজার গোলের পথে আরও এগিয়ে গেলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

রিবাদ, ৯ নভেম্বর(হি.স.): নতুন ইতিহাস গড়ার পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরের হয়ে প্রত্যেক ম্যাচে গোল করেই যাচ্ছেন তিনি। শনিবার নিয়োগ এসপির বিপক্ষে করলেন কেরিয়ারের ৯৫৩তম গোল। হাজার গোলের পথে তিনি এগিয়ে গেলেন আরও এক ধাপ। কিং খালিদ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল নাসর ৩-১ গোলে জয়লাভ করে। বিরতির পর পেনাল্টি থেকে গোল করেন পর্তুগিজ মহাতারকা। সৌদি লিগে ৮৫ ম্যাচ খেলা রোনাল্ডোর এটা শততম গোল অবদান। ফুটবল ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত কোনও খেলোয়াড় প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে ১০০০ গোল করতে পারেননি। পেলে ও রোমারিও করেছিলেন,কিন্তু সেটা ছিল প্রীতি ম্যাচসহ। অথচ রোনাল্ডো যা করছেন, তা সম্পূর্ণ অফিসিয়াল প্রতিযোগিতায়। ৯৫৩ গোল করতে পেরেছেন ১২৯৫ ম্যাচ।

রেকর্ড গড়েও নিউ জিল্যান্ডের কাছে হেরে গেল উইন্ডিজ

নেলসন, ৯ নভেম্বর(হি.স.): টেস্ট খেলুড়ে কোনও দলের টি-২০ তে নবম উইকেটে সর্বোচ্চ রানের জুটি গড়েও জিততে পারল না ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নেলসনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় টি-টি-২০ তে ক্যারিবিয়ানদের ৯ রানে হারিয়েছে নিউ জিল্যান্ড। এতে পাঁচ ম্যাচ সিরিজে কিউইরা ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেল। টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে ৯ উইকেটে ১৭৭ রান তোলে নিউ জিল্যান্ড। ওপেনার ডেভন কনওয়ে ৫৬ ও ড্যারি মিচেল ৪১ রান করেন। আর ছয় ব্যাটার দুই অংকে যেতে পারেননি। ক্যারিবিয়ানদের হয়ে ২টি করে উইকেট নেন মাথু ফোর্ড এবং জেসন হোল্ডার। রান ত্যাগ করতে নেমে ১৩ রানে প্রথম উইকেট হারায় উইন্ডিজ। এরপর তারা নিম্নমিত উইকেট হারাতে থাকে। প্রথম সাত ব্যাটারের ৫ জন দুই অংকে যেতে পারেননি। শেফার্ড ও স্প্রিন্গার নবম উইকেট জুটিতে যোগ করেন ৭৮ রান, যাতে শেফার্ডের অবদান ৩৪ বলে ৪৯ এবং স্প্রিন্গার করেন ২০ বলে ৩৯ রান। তারা আউট হয়ে গেলে আর রানের হিসাব মেলাতে পারেননি বাকিরা। ৩টি করে উইকেট নেন জ্যাকব ডাকি এবং ইশ সোধি।

জোড়া গোল ও অ্যাসিটের ম্যাচে মেসির রেকর্ড, মায়ামি সেমিফাইনালে

ফ্লোরিডা, ৯ নভেম্বর(হি.স.): প্রথম রাউন্ডের শেষ ম্যাচে নাশভিলকে ৪-০ গোলে হারানোর ম্যাচে মেসি জোড়া গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন। এই জয়ে মায়ামি প্রথমবারের মতো একএলএসের প্লে-অফের সেমিফাইনালে উঠেছে। গত মরসুমে প্রথম রাউন্ড থেকে বাদ পড়েছিল মায়ামি, আর ২০২৩ মরসুমে প্লে-অফে উঠতে পারেনি তারা। সেমিফাইনালে মায়ামি খেলবে একসি সিনসিনাটির বিপক্ষে। ২২ কিংবা ২৩ নভেম্বর ওই ম্যাচটি হবে। ইস্টার্ন কনফারেন্সের আরেক সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ক্লিভল্যান্ডফিফা ইউনিয়ন ও নিউইর্ক সিটি। শেষ গোলে অ্যাসিস্ট দিয়ে মেসি ব্যক্তিগত একটি রেকর্ড গাছেন। পেশাদার কেরিয়ারে ৪০০ অ্যাসিস্টের মাইলফলকে পৌঁছলেন তিনি। একটিভ খেলোয়াড়দের মধ্যে তার চেয়ে বেশি আর কারো অ্যাসিস্ট নেই। সর্বোচ্চ ৪০৪ অ্যাসিস্ট নিয়ে শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদের প্রয়াত ফুটবলার ফেরেন্স পুসকাস। সে হিসাবে বিশ্বরেকর্ড গাতে মেসির দরকার আর ৫ অ্যাসিস্ট।

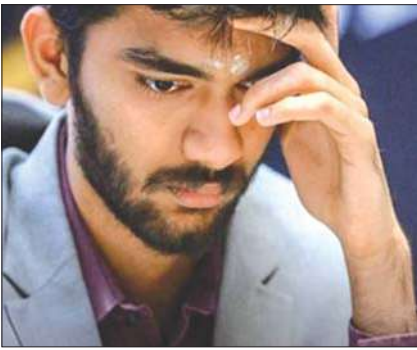
পরপর ৮ ছক্কা! দ্রুততম হাফসেঞ্চুরি তরুণ তুর্কির

বিশেষ প্রতিবেদক, ৯ নভেম্বর : পরপর আট বলেই ছক্কা! রনজি ট্রফিতে নতুন রেকর্ড গােলে মেঘালয়ের ব্যাটার আকাশ কুমার চৌধুরি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দ্রুততম হাফসেঞ্চুরি হাঁকানো এই ব্যাটার। তাঁর দুরন্ত ক্যামিও ইনিংসে ভর করে ৬২৮ রানের পাহাড় গড়েছে মেঘালয়। অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছেন আকাশরা। অরুণাচলের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মেঘালয়ের একাধিক ব্যাটার বড় রান পেয়েছেন। ২০৪ রান করেন অর্পিত ভাটেওয়াড়া। মেঘালয়ের অধিনায়ক কিশান লিংডোর ব্যাটে আসে ১১৯ রান। সেঞ্চুরি করেন আরেক ব্যাটার রাহুল দালালও। শেষ পর্যন্ত ১৪৪ রান করেন তিনি। সবমিলিয়ে বড় রানের পথেই এগোচ্ছিল মেঘালয়। আকাশের প্রাণের সেই রানটা সাড়ে ছ’শোর কাছে গিয়ে থামে। আট নম্বরে ব্যাট করতে নেমে প্রথম তিন বলে দু’টি সিঙ্গলস নেন আকাশ। তারপর ১২৬ তম ওভারে বল করতে আসেন অরুণাচলের স্পিননার লিমার দাবি।

ঘরের মাঠে প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ জিতলো পাকিস্তান

ফয়সালাবাদ, ৯ নভেম্বর (হি.স.): লুয়ান-ড্রে প্রিটেরিয়াস ও কুইট্টন ডি ককের ব্যাটে ভালো শুরু করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু ডি কক ফিরতেই ধস নামে প্রোটিয়াদের ব্যাটিং অর্ডারে। শাহীন শাহ আফ্রিদি, আব্বার আহমেদ ও সালমান আলী আগার বোলিংয়ে ১৪৩ রানেই গুটিয়ে যায় সফরকারীরা। পাকিস্তানের হয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন আব্বার। ২টি করে উইকেট শিকার করেছেন সালমানও শাহীন আফ্রিদি। সহজ লক্ষ্য ত্যাগ করতে নেমে প্রথমে ফখর জামান দ্রুত ফিরলেও সাইম আইয়ুবের দুর্দান্ত(৭৭) ব্যাটিংয়ে ৭ উইকেটের জয় পায় পাকিস্তান। শেষ ম্যাচ জিতে সিরিজও নিজেদের করে নেয় স্বাগতিকরা। নিজেদের ইতিহাসে এবারই প্রথমবার ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথমবার ওয়ানডে সিরিজ পাকিস্তান ২-১ জিতল। ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন আব্বার আহমেদ ও ম্যান অব দ্য সিরিজ হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার কুইট্টন ডি কক।

গুরুেশ ছটকে গেলেন ফিডে বিশ্বকাপ থেকে, হারের কারণ ব্যাখ্যায় কোচ



বিশেষ প্রতিবেদক, ৯ নভেম্বর : আশা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত হেরে গেলেন ডি গুরুেশ। গত বছর সর্বকনিষ্ঠ দাবাী হিসাবে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন তিনি। তাই তাঁর উপর দেশের প্রত্যাশা ছিল। তবে সেই প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ

হয়ে গোয়ায় আয়োজিত ফিডে বিশ্বকাপ থেকে ছটকে গেলেন গুরুেশ।জার্মানির ফ্রেডেরিক সোভেনের কাছে তৃতীয় রাউন্ডে হেরে গেলেন গুরুেশ। বিশ্বের ৯ নম্বর ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টারের অপ্রত্যাশিত হারে স্বভাবতই মন খারাপ হবে দেশবাসীরা। দুর্নীতমন্ডের অন্যতম ফেভারিট হিসাবে শুরু করেছিলেন। কিন্তু শুরুতেই বিশ্বকাপ থেকে ছটকে গেলেন ১৯ বছর বয়সি এই দাবাড়ুপ্রথম গোমে ২১ বছর বয়সি জার্মান গ্র্যান্ডমাস্টারের বিরুদ্ধে ড্র করেন গুরুেশ। একই দিনে দ্বিতীয় ক্লাসিক্যাল গোমে ১.৫-০.৫ ব্যবধানে হেরে যান তিনি। গত সেপ্টেম্বরে ফিডে গ্র্যান্ড সুইসে তিনি হেরে গিয়েছিলেন ১৬ বছরের অভিমন্যু মিশ্রর কাছে। আর এবার তিনি ফিডে বিশ্বকাপেও হেরে গেলেন।আবারবার কেন এমন ব্যর্থতা? এর জন্য কি দায়ী ক্লাস্টি? গুরুেশের কোচ প্রেজের্গর্জ গায়েডস্কি বলছেন, এটা ট্রানজিশনাল ফেজ। কেউ লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করতে করতে সেই লক্ষ্য কখনও না কখনও ছুঁয়ে ফেলে। সেই সময় কিন্তু শূন্যতা তৈরি হয়। কারণ তখন নতুন করে অনুপ্রেরণা খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। গুরুেশ এখন তেমনিই জায়গায় দাড়িয়ে। তিনি নব্বও বলেন, ওর বয়স মাত্র ১৯। কিন্তু প্রতিযোগিতাটা দেখুন। খুবই কঠিন। সেখানে যে ও সব সময় জিততে, সেই প্রত্যাশা করাটাও যুক্তিযুক্ত নয়। গুরুেশ হেরে গেলেও আশা বাঁচিয়ে রেখেছেন রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ ও অর্জুন এরিগাইসি। এই দুই দাবাড়ুই তৃতীয় রাউন্ডের গণ্ডি টপকে চতুর্থ রাউন্ডে পৌঁছেছেন।

জুরেলের জোড়া সেঞ্চুরিতেও শেষরক্ষা হল না, বেসরকারি টেস্টে হার রাহুলদের

বিশেষ প্রতিবেদক, ৯ নভেম্বর : ধ্রুব জুরেলের জোড়া সেঞ্চুরিতেও শেষরক্ষা হল না। ভারত ‘ দলের দেওয়া বিরাট লক্ষ্য ত্যাগ করে ৫ উইকেটে জয়ী হল দক্ষিণ আফ্রিকা ‘ দল। রান পেলেন না কেএল

প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ পান ৬ উইকেট। সিরাজ ও আকাশ দীপ নেন দু’টি করে উইকেট। কুলদীপ যাদবের শিকার ১টা। দ্বিতীয় ইনিংসেও অনবদ্য জুরেল। করেন ১২৭ রানে। এই ইনিংসেও



রাহুল, সাই সুদর্শনরা। বল হাতে সাদামাটা থাকলেন কুলদীপ যাদবও। যা প্রোটামাদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে নামার আগে চিন্তায় রাখবে টিম ইন্ডিয়াকে। দক্ষিণ আফ্রিকা ‘ দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টে জুরেল দাপুটে ব্যাটিং করলেও রান পেলেন না কেএল রাহুল, সাই সুদর্শনরা। একটা সময় ১২৬ রানে ৭ উইকেট

খুঁজিয়ে বিপদে পাে গিয়েছিল ভারতীয় ‘ দল। রাহুল (১৯), সুদর্শন (১৭), ঋষভ পন্থরা (২৪) ব্যর্থ হন। সেখানে কথা বলেছিল জুরেলের ব্যাট। ১৭৫ বলে অপরাজিত ১৩২ রান করেছিলেন তিনি। ভারত প্রথম ইনিংসে তোলে ২৫৫ রান। জ্বাবে দক্ষিণ আফ্রিকা শেষ হয়ে যায় ২২১ রানে। মূল দল থেকে বাদ পাা

নেমে তৃতীয় দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা ‘ দলের রান ছিল বিনা উইকেটে ২৫। চতুর্থ দিন শুরু থেকেই প্রোটিয়া ওপেনাররা দারুণ ছন্দে ছিলেন। জর্ডান হারমান ৯১ রানে ফেরেন

প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর বলে। ততক্ষণে স্কোরবোর্ডে ১৫৬ রান। লেসেগো সেনোকওয়ানে (৭৭) ফেরান দুর্বে। এরপর উইকেটে রীতিমতো জমে যান জ্বাবের হামরা (৭৭) এবং টেম্বা বাভুমা (৫৯)। কনর এন্টারথুইজেন ৫৪ বলে ৫২ রানের মারকাটারি ইনিংস খেলেন। শেষ পর্যন্ত ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা ‘ দল। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ৪৯ রানে ২ উইকেট পান। সিরাজ, দুবে এবং আকাশ দীপের শিকার ১টি করে উইকেট। তবে সবচেয়ে মার খেলেন আকাশ দীপ। ওভারপিছু দিলেন ৪.৮১ রান। আরও চিন্তার বিষয় দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭ ওভার বল করলেও উইকেটহীন থাকলেন কুলদীপ যাদব।

একাধিক ক্রিকেটারের ভূমিকায় অসম্ভব গম্ভীর! টেস্ট দল নিয়ে কী ভাবছেন টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ

৯ নভেম্বর : আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে নামছে ভারত। শেষবার ভারতের মাটিতে ভারত টেস্ট খেলেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। টিম ইন্ডিয়া ইউনে ফের

সেই ম্যাচের কন্ট্রিনেশনে ফিরতে চলেছেন। শোনা যাচ্ছে, ইংল্যান্ড সিরিজের পর থেকে টেস্টে ভালো করলেও দলের একাধিক



ক্রিকেটারের ভূমিকায় অসম্ভব হেডকোচ। তাঁদের বাদ না দেওয়া হলেও পরোক্ষে বার্তা দিতে পারেন গম্ভীরা। আবার এ দলের হয়ে ভালো খেলার পুরস্কার পেতে পারেন ধ্রুব জুরেলা। ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক ভাবে রান করছেন ধ্রুব জুরেলা। দক্ষিণ আফ্রিকা ‘ দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টেও জোা সেঞ্চুরি পেয়েছেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, ইউনে টেস্টে জুরেলের দলে থাকা নিশ্চিত। তবে উইকেটরক্ষক হিসাবে না। জুরেল উইকেটের

ফলে টিম বিপদে পড়ে। তাই জুরেলকে নিয়ে পন্থকে বার্তা দিতে চান টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ। এর বাইরে নীতীশ রেভিডর ব্যাটিং নিয়েও বিশেষ সম্ভট নয় দল। সেকারণেই তাকে ইউনে টেস্টে বসানো হতে পারে। তাঁর জায়গাতেই খেলবেন জুরেলা। গম্ভীর মনে করছেন, নীতীশ যা ব্যাট করছেন, তাতে ৬ নম্বরে তাকে খেলানো যাবে না। তাছাড়া ভারতে তাঁর পেস বোলিং বেশ কাজে লাগবে না। সে কারণে তাঁকেও বাদ পড়তে হবে। এছাড়া

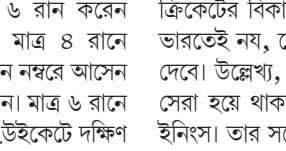
দলে এক স্পিনার ও দুই স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার খেলবেন। থাকবেন দুই পেসারও। এই সিরিজের কথা মাথায় রেখে রবিবার থেকেই কলকাতা চলে আসছেন জাতীয় দলের একাধিক সদস্য। যার মধ্যে অধিনায়ক স্তমভান গিল ছাড়াও রয়েছেন বুমরাহ, অক্ষর প্যাটেল এবং ওয়াশিংটন সুন্দর। চারজনই বর্তমানে ব্রিসবেনে রয়েছেন টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলার জন্য। শনিবার সিরিজের শেষ ম্যাচ ছিল। সেই ম্যাচ শেষে রবিবার সরাসরি অস্ট্রেলিয়া থেকে কলকাতায় আসছেন গিল সহ চার ক্রিকেটার। সঙ্গে আসছেন জাতীয় কোচ গৌতম গম্ভীরও। অবশ্য শুধু ভারতীয় দল নয়, প্রোটিয়া শিবিরের একটা বড় অংশ কলকাতা চলে আসছে রবিবার সন্ধ্যায়। দু’দলের স্কোয়াডে থাকা একাধিক সদস্য বর্তমানে রয়েছেন বেঙ্গালুরুতে। নিজ নিজ দেশের ‘ দলের হয়ে দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্ট খেলছেন ঋষভ পন্থ, তেম্বা বাভুমারা। সেই ম্যাচ শেষে তাঁরা আসবেন।

ভেবেছিলাম অস্ট্রেলিয়া আমাকে ঢুকতেই দেবে না’, বিগ ব্যাশে মন্তব্য জেমাইমার

৯ নভেম্বর : বিশ্বকাপে ৮ ইনিংসে করেছিলেন ২৯২ রান। সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিনি ১২৭ রানের ইনিংস খেলে রেকর্ড ৩৩৯ রান ত্যাগ করে ভারতকে জিতিয়েছিলেন। এবার সেই জেমাইমা রডরিগেজ বিগ ব্যাশ লিগ বলতে অস্ট্রেলিয়ায়। ভারতকে বিশ্বকাপ জেতানোর অন্যতম কাণ্ডারি নাকি নিশ্চিত ছিলেন না, তাকে অস্ট্রেলিয়ায় ঢুকতে দেওয়া হবে কি না। রবিবার উইমস্লে বিগ ব্যাশ লিগে সিবেরি হিটের হয়ে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন জেমাইমা। তবে রান পেলেন না তিনি। মেলবোর্নে

রানেনগেডসের বিপক্ষে ৯ বলে মাত্র ৬ রান করেন ভারতের এই মিডল অর্ডার ব্যাটার। মাত্র ৪ রানে ওপেনার চার্লি নট আউট হওয়ার পর তিন নম্বরে আসেন জেমাইমা। তবে প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ হলেন। মাত্র ৬ রানে আউট হয়ে গেলেও যদিও তিনি দ্বিতীয় উইকেটে দক্ষিণ

আফ্রিকান অলরাউন্ডার নাদিন ডি ক্লার্কের সঙ্গে ৩৮ রানের জুটি গড়েন জেমাইমা। উল্লেখ্য, গত মরশুমে ব্রিসবেন হিটের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন তিনি। ১০টি ম্যাচ করেছিলেন ২৬৭ রান। সেই জেমাইমাকে চলতি মরশুমেও ধরে রেখেছে ব্রিসবেন। এক সংবাদমাধ্যমকে ভারতীয় ক্রিকেটার রসিকতার সূত্রে বলেন, সেমিফাইনালের পর অস্ট্রেলিয়া আমাকে সীমান্ত পেরতে দেবে কি না, তা নিয়ে নিশ্চিত ছিলাম না। তাঁর সংযোজন, সঠি কথা বলতে, উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। মহিলা



ক্রিকেটের বিকাশের জন্য সবাই খুব খুশি। এটা কেবল ভারতেই নয়, গোটা বিশ্বে ক্রিকেটকেই হাতের বদলে দেবে। উল্লেখ্য, মহিলা বিশ্বকাপের ইতিহাসের অন্যতম সেরা হয়ে থাকবে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলা জেমাইমার ইনিংস। তার সঙ্গে থাকবে জেমাইমার অনন্যদ্য ফিফ্টিং।

৯ নভেম্বর : দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগে দুর্দান্ত ফর্মে ধ্রুব জুরেলা। প্রোটামাদের ‘ দলের বিরুদ্ধে বেসরকারি টেস্টে টানা দুই

ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেছেন তিনি। বলা বাহুল্যই যে, এর ফলে টিম ম্যানেজমেন্টের উপর চাপও বেড়েছে। প্রশ্ন হল, প্রথম একাদশে জায়গা পাবেন তিনি? জানা গিয়েছে,



জোড়া শতরানের পুরস্কার পেতে চলেছেন তিনি। বিসিসিআইয়ের এক সূত্র সংবাদ সংস্থাছে জানিয়েছে, জুরেল সম্ভবত একজন বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবে খেলবেন। দু’টো জায়গায় ওকে খেলানো হতে পারে। প্রথমত, তিন নম্বরে সাই সুদর্শনের জায়গায়। কিন্তু শেষ টেস্টে হাফসেঞ্চুরি করেছে সাই। টিম ম্যানেজমেন্ট

দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ দলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে চ্যাপের মুখে সেঞ্চুরি হাকিয়েছিলেন জুরেলা। একটা সময় ১২৬ রানে ৭ উইকেট খুঁজিয়ে বিপদে

পড়ে গিয়েছিল ভারতীয় ‘এ দল। কেএল রাহুল থেকে শুরু করে পন্থ সকলেই ব্যর্থ হন। সেখানে কথা বলেছিল জুরেলের ব্যাট। ১৭৫ বলে অপরাজিত ১৩২ রান করেছিলেন তিনি। দ্বিতীয় ইনিংসেও অনবদ্য জুরেল। করেন ১২৭ রানে। এই ইনিংসেও তাঁকে আউট করা যায়নি।

ধরোনা মরশুমের শুরু থেকেই ছুড়ে রয়েছেন জুরেলা। ব্যাট হাতে তাঁর পরিসংখ্যান ৪০, ১১ ও ৫৩, ১২৫, ৪৪ ও ৬, এবং ১৩২ ও ১২৭। অর্থাৎ শেষ আটটি প্রথম শ্রেণির ইনিংসে তাঁর যা পারফরম্যান্স, তাতে তাঁকে বাদ দেওয়া কঠিন। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, মরশুমের শুরু থেকে ৫০.৭১ গড়ে

শেষ মুহূর্তের গোলে হার এড়াল ইউনাইটেড



ম্যানচেস্টার, ৯ নভেম্বর(হি.স.): টটেনহ্যামের মাঠে শনিবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও টটেনহ্যামের ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। হারের শঙ্কা এড়িয়ে লিগে টানা পাঁচ ম্যাচ অপরাজিত রইল অ্যামুরির দল। ব্রায়ান এমবুমোর গোলে প্রথমাধে ইউনাইটেড এগিয়ে যায়। শেষ দিকে মাথিয়াস সমতা টানার পর রিশার্লিসনের গোলে এগিয়েও যায় স্বাগতিকরা। তবে শেষ মুহূর্তে ডি লিখটের নেপুগো হতাশা এ্যাতে পারে ইউনাইটেড। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টটেনহ্যামের বিপক্ষে আগের চার ম্যাচের প্রতিটিতেই হেরেছিল ইউনাইটেড। এবারও সেই শঙ্কায় পড়েছিল তারা। ১১ রাউন্ডে দুটি দলই পাঁচটি করে ম্যাচ জিতেছে এবং তিনটি করে ড্র করেছে। সমান ১৮ পয়েন্ট নিয়ে টটেনহ্যাম আছে তৃতীয় স্থানে আর ইউনাইটেড সপ্তম স্থানে।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগঃ রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে আর্সেনালের ড্র

লন্ডন, ৯ নভেম্বর(হি.স.): সাভারল্যান্ডের মাঠে শনিবার আর্সেনাল ও সাভারল্যান্ড ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। চলতি মরসুমে এই নিয়ে তৃতীয়বার পয়েন্ট হারাল আর্সেনাল। ড্যানি ব্যালার্ডের গোলে আর্সেনাল পিছিয়ে পড়ার পর সমতা টানেন বুকায়ো সাকা। পরে চমৎকার এক গোলে সফরকারীদের জয়ের সম্ভাবনা জাগান লিয়ান্দ্রো ব্রোসার। তবে শেষ সময়ে সব হিসাব পাল্টে দেন ব্রায়ান ব্রবি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে আট ম্যাচ পর গোল হজম করল আর্সেনাল। প্রায় ৬৫ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১৭টি শট নিয়ে সাতটি লক্ষ্যে রাখতে পারে আর্সেনাল। আর সাভারল্যান্ড ছয়টি শট নিয়ে দুটি লক্ষ্যে রাখতে পারে, দুটিতেই গোল করে তারা। ১১ ম্যাচে আট জয় ও দুই ড্রয়ে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে আর্সেনাল। এক ম্যাচ কম খেলে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ম্যানচেস্টার সিটি। সিটির সমান ১৯ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে সাভারল্যান্ড। তারা অবশ্য ১১ ম্যাচ খেলেছে।

বিসিসিআই পাশে থাকুক ফেডারেশনের, মত ইস্টবেঙ্গল কর্তার



৯ নভেম্বর : আইএসএল কবে হবে কেউ জানে না। মোহনবাগান ইতিমধ্যেই জানিয়েছে লিগের তারিখ না জানা পর্যন্ত তারা অনুশীলনে নামছে না। ইস্টবেঙ্গল সুপার কাপের সেমিফাইনাল থাকায় সোমবার থেকে প্র্যাকটিসে শুরু করতে চলেছে। বিড প্রক্রিয়ায় কোনও সংস্থা অংশ না নেওয়ায় আইএসএলের ভবিষ্য অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বিশ্বের সব থেকে ধনী ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই-কে অনুরোধ করলেন ফেডারেশনের পাশে দাঁড়াতো ইস্টবেঙ্গল কর্তা বলেন, ব্যক্তিগতভাবে বিসিসিআই-এর কাছে অনুরোধ করব, এই মুহূর্তে ভারতীয় ফুটবলের যা পরিস্থিতি তাতে পাশে দাড়িয়ে এই প্রতিকূলতা থেকে ফেডারেশনকে টেনে তুলতো। বিসিসিআই যদি আগামী চার-পাঁচ বছর ফুটবল ফেডারেশনকে স্পনসর করে, তাহলে এই সমস্যার সমাধান হয়। আমার মনে হয় ১০০-১৫০ কোটি টাকা তাদের কাছে এমন কিছু বিষয় হবে না। যদি বিসিসিআই এই দায়িত্বটা নিতে পারে তাহলে আমাদের দেশের ফুটবল এগিয়ে যেতে পারে ভালোভাবে। তিনি আরও যোগ করেন, আমরা অনুশীলন বন্ধ করিনি। আমাদের ইনভেস্টর ফুটবলার, কোচের বেতনও বন্ধ করেনি। যতদূর জানি, ১০ নভেম্বর থেকে আমাদের অনুশীলন আবার শুরু হবে। তবে আমি মনে করি আইএসএল হবে। এভাবে ভারতীয় ফুটবল বন্ধ হতে পারে না।

ভারতীয় ফুটবলে ‘স্বচ্ছতা ও পরিকল্পনা’র দাবি ইস্টবেঙ্গলের দুই তারকার

৯ নভেম্বর : আইএসএলের ভবিষ্য অনিশ্চিত। দেশের সেরা লিগ আদৌ হবে কি না, সেই নিয়ে বিরাট প্রশ্নচিহ্ন। কারণ কোনও সংস্থাই আইএসএলের টেন্ডারের জন্য বিড করেনি। আইএসএল নিয়ে এই পরিস্থিতিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনুশীলন স্বাগিত রেখেছে মোহনবাগান। ভারতীয় ফুটবলের এই দূরবছায় উদ্বিগ্ন ইস্টবেঙ্গলের দুই তারকা ফুটবলার। সোশাল মিডিয়ায় সেই উদ্বেগ উগরে দিলেন সৌভিক চক্রবর্তী ও দেবজিৎ মজুমদার। ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠের স্তম্ভ সৌভিক ফেসবুকের দীর্ঘ পোস্টে লিখেছেন, ‘ বিডের এই ব্যর্থতা শুধু বাবসায়িক ধাক্কা নয়। আমার মতে, এটা দেখায় যে ভারতীয় ফুটবলকে পরিচরার সমস্যা কত গভীরে রয়েছে। এটা শুধু একটা লিগের বিষয় নয়। যখন দেশের সেরা লিগই অনিশ্চিত, তা দেশের ভূগম্ভ্রান্ত স্তরেও প্রভাব ফেলে। প্রতিটি ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত প্লেয়ার, কোচ, সাপোর্ট স্টার ও অসংখ্য ভক্তরা একটা পথ দেখতে চায়। যেখানে কেউ দায়িত্ব নিয়ে ভরসা দেবে।’ তাঁর সংযোজন, ‘ এখন স্বচ্ছতা, পরিকল্পনা ও একতা দরকার। যারা এই খেলার সঙ্গে মাঠে বা মাঠের বাইরে যুক্ত, তারা প্রত্যেকে একটা সুনির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র দেখতে চায়। যেখানে ফুটবল ভক্ত, লগ্নিকারী থেকে সাধারণ সমর্থকের আবেগ ও ভালোবাসাকে মূল্য দেবে। আমি আশা করি, এই বিষয়টি যত তাড়াতাড়ি সমাধান করা হবে। শুধুমাত্র ভারতের সেরা লিগের জন্য নয়, ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যতের জন্য।’ অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার দেবজিৎ মজুমদারও ফেসবুকে লিখেছেন, ‘একজন খেলোয়াড় হিসেবে, আমার প্রিয় ভারতীয় ফুটবলকে এত অনিশ্চয়তার মধ্যে আটকে থাকতে দেখে কষ্ট লাগে। ফুটবল সবসময়ই আমার মুক্তি, আমার আবেগ, আমার সবকিছু। কিন্তু যখন ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট মনে হয়, তখন হৃদয় যন্ত্রণায় ভর্তি হয়ে ওঠে। তবুও আমরা খেলা চালিয়ে যাই। আশা করি খেলার প্রতি এই ভালোবাসাই আমাদের পথ দেখাবে।’

